তাওহিদে আদ্ইয়ান

বহুত্ববাদী সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে

ইসলামী নীতিমালা

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"(হে রাসূল) বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, আস সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। আর তা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করবো না, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত এক অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবো না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, 'তোমরা সাক্ষী থাক অবশ্যই আমরা মুসলিম'।"

[সূরা আলে ইমরান : ৬৪]

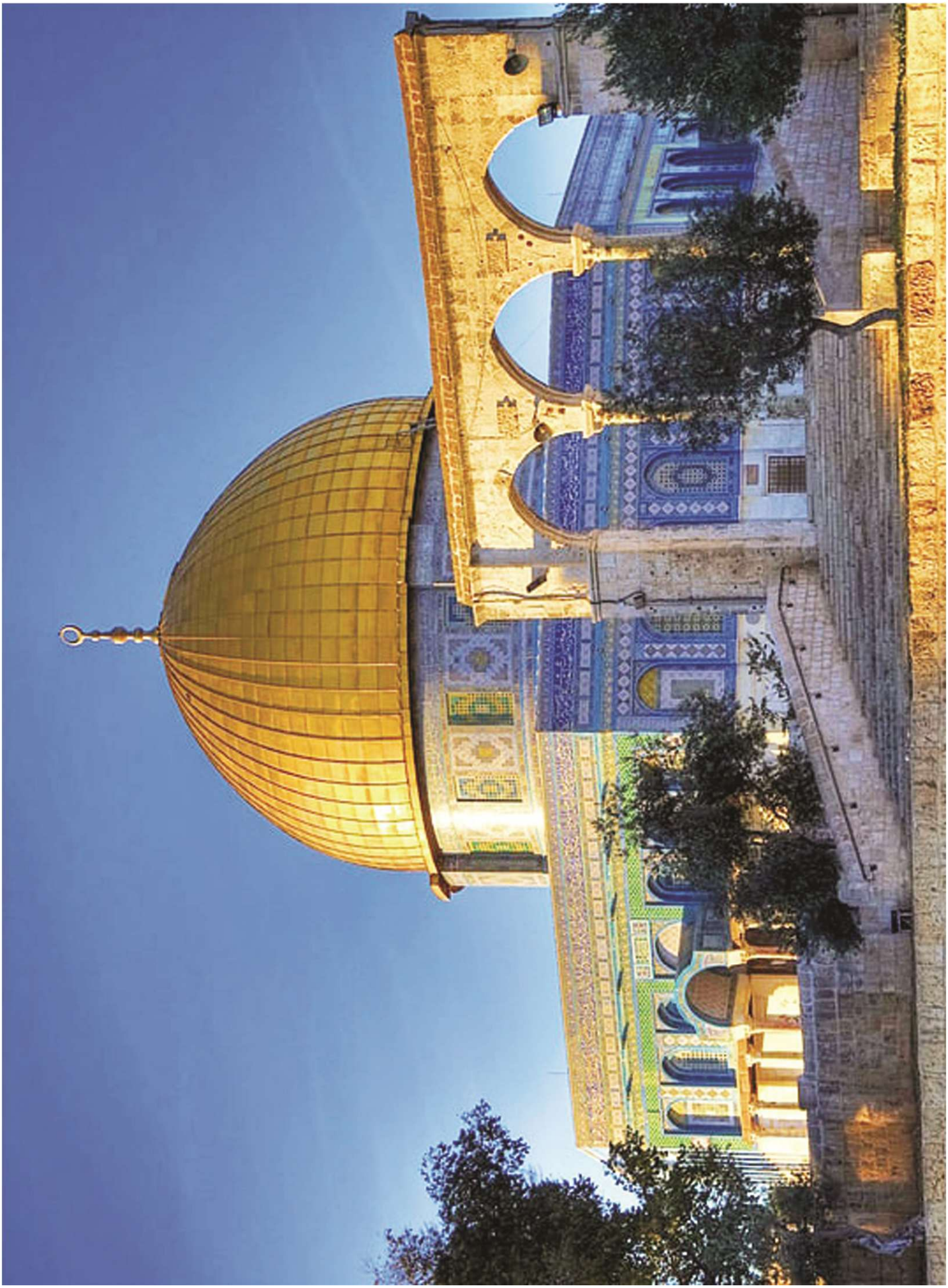

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান

বহুত্ববাদী সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ইসলামী নীতিমালা

শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট
SZHM Trust

তাওহিদে আদ্ইয়ান

বহুত্ববাদী সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ইসলামী নীতিমালা

প্রথম প্রকাশঃ
১০ পৌষ ১৪২৯
২৫ ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশনায়ঃ
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট
[SZHM Trust]
গাউসিয়া হক মন্‌জিল, দরবার-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সম্পাদনায়ঃ
SZHM Trust গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ

গ্রন্থস্বত্বঃ
SZHM Trust

মুদ্রণেঃ
'আলোকধারা বুক্স'
'ডিউ উদয়ন' (লেভেল ১২)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

মূল্যঃ ১০০ টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-8083-31-4

উৎসর্গ

"আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর পৌরাণিক ভিত্তি 'মদিনা সনদ'।
যা বহুত্ববাদী সমাজের আদল হিসেবে বিশ্বমনীষায় স্বীকৃত এবং সমাদৃত।
মানবজাতির কল্যাণে এধরনের কর্ম-চেতনার উদ্গাতা
রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (দ.)।
তাঁর পরম পবিত্র কদমে পুস্তকটি সমর্পণ করা হলো।"

সূচিপত্র　　　　　　　　　　　　　　　　পৃষ্ঠা

সার-সংক্ষেপ ০৬

তাওহিদে আদ্ইয়ান কী? ০৮

তাওহিদে আদ্ইয়ান রেসালতেরই একটি হুকুম ১৪

সকল ধর্মকে এক করে ফেলা তাওহিদে আদ্ইয়ানের উদ্দেশ্য নয় ১৬

তাওহিদে আদ্ইয়ান অনুধাবনে সহায়ক কিছু মৌলিক বিষয় ১৭

তাওহিদে আদ্ইয়ানের কুরআনিক ভিত্তি ৩৯

নবি জীবনে তাওহিদে আদ্ইয়ানের চর্চা ৪১

সাহাবী জীবনে তাওহিদে আদ্ইয়ানের চর্চা ৪২

সুফিয়ায়ে কেরামের জীবনে তাওহিদে আদ্ইয়ান চর্চা ৪৩

বর্তমান সময়ে তাওহিদে আদ্ইয়ানের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ৫৬

অন্তঃধর্মীয় পরিমণ্ডলে তাওহিদে আদ্ইয়ান নীতির প্রয়োগ ৫৯

একটি ভুল ধারণার অপনোদন ৬১

بسم الله الرحمن الرحيم

সার-সংক্ষেপ

মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কুশলতা এবং বৈচিত্র্য কল্পনাতীত বিষয়। বুদ্ধি-জ্ঞান দিয়ে তা পরিমাপ অসম্ভব। আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক সৃষ্টি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফুল, ফল, প্রাণিজ, জীবজ, খনিজ, আসমানী-জিসমানী সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব গোষ্ঠীর মধ্যেও রয়েছে সৃষ্টি, রূপ, রস এবং উপাদানগত বৈচিত্র্য। উদাহরণ হিসেবে 'আম গাছ'কে যদি আমরা বিচিত্র ধারার সংজ্ঞায় আনি তাহলে দেখা যাবে, নাম হিসেবে আম গাছ হলেও সব আম গাছের আমের গঠন এবং স্বাদ একই রূপ নয়। 'ফুল'কে যদি আমরা সৌন্দর্য এবং সুবাসের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করি, সব ফুল একই রকম সৌন্দর্য এবং সুগন্ধ বিতরণ করে না। শুধু গোলাপ ফুলকে উপমায় নিলে দেখা যায় কতো রঙের গোলাপ। এটিকে বলা হয় স্রষ্টার সৃষ্টিজাত বৈচিত্র্য।

বৈচিত্র্য থাকবেই। বৈচিত্র্যকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা ভুল এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কারণ তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাবিরুদ্ধ একটি চেষ্টা। এথনিক বৈচিত্র্য, কালচারাল বৈচিত্র্য, চিন্তন বৈচিত্র্য, প্রকাশ বৈচিত্র্য, ধর্ম বৈচিত্র্য, রাজনৈতিক বৈচিত্র্যসহ অগণিত বৈচিত্র্যের বাস্তবতাকে স্বাভাবিক হিসেবে নিয়ে এর দার্শনিক ভিত্তি অনুধাবন এবং এই দর্শনের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনার দক্ষতা অর্জন একটি আদর্শ ইসলামী সমাজের পরিচয়। ধর্ম বৈচিত্র্য সবচাইতে বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই ধর্ম সমন্বয় পৃথিবীকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সবচাইতে বেশি সাহায্য করতে পারে। আবার ধর্ম সমন্বয়ের অভাব পৃথিবীকে সংঘাত ও সমস্যাপূর্ণ করবে। এদিকে ধর্মশূন্যতা মানুষের নৈতিকতাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত

করে। তাই সকলে নিজ নিজ ধর্মের নৈতিকতায় সক্রিয় থাকা উচিত। অর্থাৎ নিজ নিজ ধর্ম পালনে সচেতন থাকা উচিত। সকল ধর্মের মৌলিক মিল হচ্ছে 'স্রষ্টা বিশ্বাস' এবং 'স্রষ্টার একত্ববাদ বিশ্বাসে'। যেহেতু প্রত্যেক ধর্ম নিজেদের শ্রেষ্ঠ মর্মে বিশ্বাস করে, তাই মাল্টি রিলিজিয়াস সমাজে ধর্ম প্রতিযোগিতা থাকা স্বাভাবিক। যা সময় সময় ধর্ম ঝগড়ায় পর্যন্ত পর্যবসিত হয়। অথবা চাপা উত্তেজনা এবং অবিচারে সমাজ মনন কলুষিত হয়। এ জটিল মানব রসায়ন শত শত বছর ধরেই সমাজকে উত্যক্ত করতে থাকে। যার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অভিঘাত সমাজকে অস্থির করে তোলে, এমনকি বৃহত্তর সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়।

এই পরিস্থিতি পরিহার করে শান্তিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষম পরিচালনায় কুরআন-হাদিসের যে দার্শনিক গাইডলাইন এর এপ্লাইড সোশ্যাল সায়েন্সের ফর্মুলা হচ্ছে 'তাওহিদে আদ্‌ইয়ান'। এটি কোন সুবিধাবাদী নীতি নয় যে– মনে একটা, দেখালাম অন্যটা, আবার সুবিধামত উল্টে গেলাম। এটি হচ্ছে ইসলামের ইন্টেগ্রাল সোশ্যাল পলিসি।

আর মানুষ– সকল সৃষ্টির সেরা হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত। মানুষের আকার, প্রকৃতি, বর্ণ, শারীরিক কাঠামোতে রয়েছে বিভিন্নতা। এই বিভিন্নতাই হচ্ছে বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যকে বলা হয় আল্লাহ্‌র বহুরূপী সৌন্দর্যের প্রতিভাস। সুতরাং মানব জাতির মধ্যে 'তাওহিদে আদ্‌ইয়ান' সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্যে পবিত্র কুরআন, প্রিয়নবি (দ.)'র কর্মনীতি, সাহাবায়ে কেরামের জীবনধারা, আউলিয়ায়ে কেরামের অনুসৃত কর্মপন্থার সন্নিবেশনে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনায় রচিত হয়েছে এই পুস্তিকা। আশা করি সাধারণ পাঠক এই পুস্তিকার মাধ্যমে সাধারণ ধারণা লাভে সক্ষম হবেন।

আস্‌-সালাম।

তাওহিদে আদ্ইয়ান কী?

মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশ্তারা মানুষের প্রতি একটি নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন। কুরআনের ভাষায় মন্তব্যটি হলো–

“আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করিবেন, যাহারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও খুনখারাবি করিবে” [সূরা আল বাকারা: ৩০][১]?

তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের পরতে পরতে দাঙ্গা হাঙ্গামা না করে শান্তিতে বসবাস করার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন–

“দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না” [সূরা আল বাক্বারা: ৬০][২],

“তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করিবে না, আপনজনকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিবে না” [সূরা আল বাক্বারা: ৮৪][৩],

“দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা উহাতে বিপর্যয় ঘটাইওনা” [সূরা আল আরাফ: ৫৬][৪],

“তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না” [সূরা আল আরাফ: ৭৪][৫],

---

১. قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ

২. وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

৩. لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ

৪. وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

৫. فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

"লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না" [সূরা আল আরাফ: ৮৫][১] ,
"বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না"
[সূরা আল আরাফ: ১৪২][২] ,
"তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য করিবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিবে না" [সূরা আল আনফাল: ৪৬][৩] ,
"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীর কর্ম সার্থক করেন না"
[সূরা ইউনুস: ৮১][৪] ,
"যাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষত্ন রাখিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় তাহাদের জন্য আছে লানত এবং তাহাদের জন্য আছে মন্দ আবাস"
[সূরা আর রাদ: ২৫][৫] ,
"পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না" [সূরা আল কাসাস: ৭৭][৬] ,

---

১. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

২. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ

৩. وَاَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا

৪. اِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ

৫. وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ

৬. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় আমি কি তাহাদের সমান গণ্য করিব?" [সূরা সোয়াদ: ২৮][১] ,

"ফেত্না ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চাইতেও কঠিন অপরাধ" [সূরা আল বাক্বারা: ১৯১][২] ।

ইসলাম এবং কুরআনের মৌলিক নির্দেশনা হলো পৃথিবীতে সবাই মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করা এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে সৎকর্ম করে যাওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন–

"যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করিয়া দিতেন। কিন্তু এরূপ করেননাই , যাহাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়াছেন তাহাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব দৌড়াইয়া কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর" [সূরা আল মায়িদাহ: আয়াতাংশ-৪৮][৩] ।

বিশ্ব সমাজব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এই পৃথিবীতে অসংখ্য মত-পথ-ধর্ম-দর্শন ও আদর্শের মানুষ বসবাস করে। এই বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের মানুষের মাঝে ধর্মীয় রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান ও অভ্যাসে ভিন্নতা রয়েছে। এখন এতোসব ভিন্নতার মাঝে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কগুলো কীসের ভিত্তিতে নির্মিত হবে? সম্পর্কগুলোর ভিত্তি কি সম্প্রীতিময় হবে নাকি শত্রুতাপূর্ণ হবে? পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্ (দ.)'র জীবন দর্শন ও নৈতিক শিক্ষার

---

১. اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ

২. وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

৩. وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

আলোকে বলতে হয়, মূলত সম্পর্কগুলো হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কারণ পবিত্র কুরআনের বাণী হলো–
"দ্বীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে নাই, তোমাদেরকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায় পরায়ণদের ভালবাসেন" [সূরা আল মুমতাহিনাহ: ৮][১]।

যেহেতু ইসলামের মর্মবাণীই হলো যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদ অশান্তি-বিশৃঙ্খলা মারামারি-কাটাকাটি দূর করা এবং পৃথিবীর বুকে শান্তিপূর্ণ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, সেহেতু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক মতভিন্নতা কিংবা অমিলের ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট কিছু মিলের সূত্র খুঁজে নিয়ে বিশ্বসমাজ ব্যবস্থায় একটি নীতিমালা দাঁড় করানো না যায় তবে শান্তি আনয়ন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার সাদৃশ্যপূর্ণ মিলের জায়গাগুলো চিহ্নিত করে ঐসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতি প্রণয়ন করা এবং সহানুভূতিশীল হওয়া নেহায়েত জরুরি। এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি মানে সবাই আপন আপন ধর্ম ছেড়ে দিয়ে নতুন একটি ধর্মনীতি প্রণয়ন করা নয়। বরং এর অর্থ হলো, প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম পালন করবে, উপরন্তু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার অভিন্ন তথা মিল (Commonalities) আছে এমন বিষয়গুলোর ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতারও একটি ক্ষেত্র তৈরি করে নিবে। যেমন, আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে চৌদ্দ দলীয়, চার দলীয় ঐক্য জোট দেখতে পাই। এই ঐক্যজোট গঠন করা মানে আপন আপন দলের নিয়ম-নীতি বিসর্জন কিংবা ছেড়ে দিয়ে অন্য দলের হয়ে যাওয়া নয়। বরং আপন আপন দলে থেকে পরস্পর একমত পোষনীয় সুনির্দিষ্ট কিছু মূলনীতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র।

---

১. لَا يَنْهٰكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

এভাবে কমন কিছু বিষয়ের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সহানুভূতির বিষয়টিও অগ্রগামী হয়। যেমন, ভাষাকে যদি ঐক্যের ভিত্তি বানানো হয় তখন একজন মানুষ যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন তার মাতৃভাষা যদি বাংলা হয় তখন তাকে আমরা বাঙ্গালি বলি। অন্য ভাষাভাষিদের চেয়ে তার প্রতি আলাদা একটা সহানুভূতি কাজ করে। যদি দেশকে ঐক্যের ভিত্তি বানানো হয় তখন একজন নিজের দেশের মানুষ সে যে ধর্মেরই হোক না কেন তার প্রতি অন্য দেশের নাগরিকের চেয়ে অতিরিক্ত একটা টান অনুভব হয়। তার প্রতি আলাদা একটা সহানুভূতি কাজ করে। একইভাবে যদি আল্লাহ্‌র একত্ববাদ তথা তাওহিদকে মূল সূত্র ধরা হয় তবে দেখা যায়, একত্ববাদে বিশ্বাসী সে যে ধর্মের, গোত্রের, দেশের হোক না কেন 'আল্লাহ্‌র তথা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী'দের বিপরীতে তাদের পারস্পরিক অবস্থান অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এবং স্রষ্টা অবিশ্বাসীদের বিপরীতে তাদের বিশ্বাসের বিষয়বস্তু এক এবং নৈতিক অবস্থানও অভিন্ন। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, স্রষ্টার একত্ববাদে স্বীকৃতিদানকারী যতগুলো ধর্ম রয়েছে সেগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক দূরত্ব 'স্রষ্টা অবিশ্বাসী'দের তুলনায় অনেক কম। আর এই "অপেক্ষাকৃত কম" বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে একত্ববাদী সকল ধর্মের সমন্বয়ে পৃথিবীতে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ (Harmonious Society) নির্মাণ করার একটি প্রচেষ্টার নামই হচ্ছে "তাওহিদে আদ্‌ইয়ান"। তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তত্ত্বের মর্মার্থ হলো, "আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী যত ধর্ম রয়েছে সেগুলোর মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা"। এটি মূলত রাসূল (দ.)'র রেসালতেরই একটি হুকুম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তত্ত্ব কাউকে জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা দেয় না। কে জান্নাতে যাবে, কে জাহান্নামে যাবে এ বিষয়ে ফয়সালাকারী আল্লাহ্‌। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

> *"তাহারা বলিয়া থাকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান ব্যতীত অন্য কেহ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। ইহা তাহাদের মিথ্যা আশা। আপনি (তাহাদের) বলিয়া দিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর" [সূরা আল বাক্বারা: ১১১][১]।*

---

১. وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ ইহুদিরা বলত একমাত্র তারাই জান্নাতে যাবে, আবার খ্রিস্টানরা বলত একমাত্র তারাই জান্নাতে যাবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত হলো– তাদের ধারণা সত্য নয়। একইভাবে উম্মতে মোহাম্মদীর অনুসারীরাও যদি আশা করে বসে থাকে যে, "একমাত্র আমরা ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাবে না" সেটাও যে ইহুদি-খ্রিস্টানের মতো ভুল ধারণা হবে তা এই আয়াতের সারকথা। অতএব তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তত্ত্বটি আন্তঃধর্মীয় পার্থক্যকে বিরোধে রূপান্তর না করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতিমালা মাত্র। এই তত্ত্বের মূলভিত্তি পবিত্র কোরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরাম এবং সুফিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা ও জীবন দর্শনের মাঝেই প্রোথিত রয়েছে।

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান রেসালতেরই একটি হুকুম

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান হলো “ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সামাজিক নীতিমালা”। এই নীতিমালায় সকল ধর্মাবলম্বীর বিশ্বাসের অভিন্ন বিষয়বস্তু তাওহিদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মনের মাঝে প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে– তবে কি এই নীতিমালায় রেসালত উপেক্ষিত? না! এখানে রেসালত উপেক্ষিত নয়। বরং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইসলামী এই নীতিমালাটি আমরা রেসালতের মাধ্যমেই পেয়েছি। রাসূল (দ.) এর মাধ্যমেই পবিত্র কুরআনুল করিম আমাদের কাছে পৌঁছেছে। পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে ঐক্যের সম্পর্ক যেভাবে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো–

> *“(হে রাসূল) বলুন, হে আহলে কিতাব, আস সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। আর তা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করবো না, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত একে অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবো না।”*[১]

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِه شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

একইভাবে রাসূল (দ.) মদিনার শান্তি সুরক্ষার জন্য হুদায়বিয়ার যে সন্ধি করেছেন তাও নির্মিত হয়েছে তাওহিদের উপর দাঁড়িয়ে। মদিনায় বিভিন্ন ধর্ম এবং জাতির মাঝে একতার ভিত্তিতে শান্তি এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে সহাবস্থানের ঐতিহাসিক নীতিমালা মদিনা সনদও প্রণীত হয়েছে তাওহিদ এবং রবুবিয়্যতের ভিত্তিতে। এ থেকে স্পষ্ট হয়, 'তাওহিদে আদ্‌ইয়ান' হলো রেসালতের একটি হুকুম, যা বহুত্ববাদী সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পন্থা।

সকল ধর্মকে এক করে ফেলা তাওহিদে আদ্ইয়ানের উদ্দেশ্য নয়

তাওহিদে আদ্ইয়ান নতুন কোন ধর্মনীতি নয়। প্রত্যেক ধর্মের সমন্বয়ে নতুন একটি ধর্মনীতি প্রণয়ন করা তাওহিদে আদ্ইয়ানের উদ্দেশ্য তো নয়ই, বরং তা তাওহিদে আদ্ইয়ানের নীতিমালার সর্ম্পূণ বিপরীতই বটে। বর্তমান বিশ্ব সমাজকে বলা হয় 'হেটারাজেনাস সোসাইটি' (Heterogeneous Society)। এই সমাজ ব্যবস্থায় নানা মত-পথ-ধর্ম-দর্শনের মানুষ একত্রে বসবাস করে। এরূপ সমাজে সকলে মিলে-মিশে শান্তিতে বসবাস করার জন্য অভিন্ন একটি সূত্র দরকার। যেমন, মালা তৈরিতে বিভিন্ন ফুলের সমাহার পরিলক্ষিত হয়। মালার মাঝে কোন ফুলই তার স্বকীয়তা হারায় না প্রত্যেকটি ফুলই আপন রূপ-গন্ধ-আকৃতির মাধ্যমে মালার শোভা বর্ধন করে। আর সুতার মাধ্যমে সবগুলো ফুলকে গাঁথলেই মালা তৈরি হয়। সুতা ছাড়া কখনো মালা তৈরি হয় না। একইভাবে পৃথিবীতে নানা ধর্ম-মত-পথ-দর্শনের মানুষ বসবাস করে। এরূপ বহুত্ববাদী সমাজে সবাই মিলে-মিশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য একই সুতায় তথা সকলের বিশ্বাসের অভিন্ন ঐক্য-বিন্দুর সূত্রে একত্রিত হতে হবে। আর তা হলো 'তাওহিদ'। কেননা পৃথিবীতে যত ধর্ম রয়েছে প্রত্যেকটি ধর্মের মাঝে আল্লাহ্র তাওহিদ তথা একত্ববাদের স্বীকৃতি রয়েছে। সুতরাং মানব ঐক্যের মালা তৈরি করার সুতা হলো তাওহিদ। আর তাওহিদরূপ সুতা দিয়ে সমগ্র মানব সমাজকে একিভূত করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করাই হলো 'তাওহিদে আদ্ইয়ান'। ফুলকে যেভাবে মালায় গ্রথিত করলে তার আপন রূপ-গন্ধ-আকৃতি হারিয়ে ভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করতে হয় না একইভাবে তাওহিদের ভিত্তিতে সকল ধর্মের মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুললে কাউকে আপন ধর্মাচার ছেড়ে দিয়ে নতুন ধর্মমত গ্রহণ করতে হয় না। বরং এর মূল কথা হলো প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে। যেহেতু তাওহিদের প্রশ্নে সবার অবস্থান অভিন্ন, সেই অভিন্নতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে একে অপরের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণ এবং সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখবে।

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান অনুধাবনে সহায়ক কিছু মৌলিক বিষয়

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তত্ত্বটি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়গুলো আমাদের সহায়তা করবে–

নবি-রাসূলগণের আনীত ধর্মের প্রকৃত অনুসারীরা সকলেই মুসলমানঃ পৃথিবীতে যত নবি-রাসূল (আ.) আগমন করেছেন তাঁরা সকলেই মানুষকে মূলত ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁদের সকলের দাওয়াতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ছিল কিন্তু দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল অভিন্ন। অর্থাৎ সকলকে এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ইবাদত করা এবং দুনিয়াতে সৎকর্ম সম্পাদন করার জন্যই আহ্বান করেছেন। পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণ যেহেতু ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন সেহেতু তাঁদের প্রকৃত অনুসারীরা সকলে মুসলমানই ছিল। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতে কারিমা উপস্থাপন করা হলো– যেখানে হযরত মূসা (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.), হযরত ঈসা (আ.)–এর উম্মতদেরকে মুসলমান সম্বোধন করা হয়েছে এবং হযরত ইউসুফ (আ.) স্বয়ং নিজেকেও মুসলমান সম্বোধন করেছেন–

> *“মূসা বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনিয়া থাক, যদি তোমরা মুসলমান হও তবে তোমরা তাঁহার উপর নির্ভর কর” [সূরা ইউনুস: ৮৪][১],*

---

[১] وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ

হযরত ইউসুফ (আ.) মহান প্রভুর নিকট প্রার্থনা করে বলেন–

“হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর স্রষ্টা, তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর” [সূরা ইউসুফ: ১০১][১],

“সেই নারী যখন আসিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ‘তোমার সিংহাসন কি এই রূপ?’ সে বলিল, ‘ইহা তো যেন উহাই’। আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা মুসলমান” [সূরা আন নমল: ৪২][২],

“যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল মুসলমান” [সূরা আয যুখরুফ: ৬৯][৩]।

এই আয়াতগুলোর আলোকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, আল কুরআনে পূর্ববর্তী নবির উম্মতগণকেও ‘মুসলমান’ নামে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِىّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ
فَلَمَّا جَاۤءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا
مُسْلِمِيْنَ
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

প্রত্যেক নবির শরীয়ত ভিন্ন ভিন্নঃ প্রত্যেক নবি-রাসূল যে সকল মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান করেছেন তা সম্পূর্ণ অভিন্ন। তবে বাহ্যিক আচারগত বিষয়গুলোর মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ একেক নবির উম্মতের ইবাদত পদ্ধতি একেক রকম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন–

> *"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি ইবাদত পদ্ধতি, যাহা উহারা অনুসরণ করে। সুতরাং উহারা যেন আপনার সাথে বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে" [সূরা আল হাজ্জ্বঃ ৬৭][১],*
>
> *"প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে রহিয়াছে" [সূরা বনী ইসরাইলঃ ৮৪][২]।*

এ আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট যে, আচারগত বিষয়ে ভিন্নতা মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়। এখানে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই মূল বিবেচ্য বিষয়।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا

বিভিন্ন ধর্মমতের অস্তিত্ব মূলত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সম্মত: পৃথিবীতে নানান মত-পথ-ধর্মের মানুষ বসবাস করাটা মূলত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনেরই ইচ্ছাসম্মত একটি বিষয়। মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো, যাতে একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

> *"হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাহাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী" [সূরা আল হুজুরাত: ১৩][১] ।*

এই আয়াতের আলোকে পৃথিবীর সকলেই এক মতবাদের অনুসারী হয়ে যাক কিংবা একজন নবির উম্মত হয়ে যাক এরূপ কামনা করা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বিপরীত। কেননা এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে কারিমায় উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তবে সকলেই একই ধর্মভুক্ত হয়ে যেত। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী হলো–

> *"মানুষ ছিল একই উম্মত, পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে। আপনার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তাহার মীমাংসা তো হইয়াই যাইত" [সূরা ইউনুস: ১৯][২] ,*

---

[১] يَآَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ

[২] وَمَا انَكَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ
بَيْنَهُمْ فِيْمَافِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

“আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে” [সূরা হুদ: ১১৮][১] ,

“আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই উম্মত করিতে পারিতেন। বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন” [সূরা আশ্ শূরা: ৮][২] ,

“আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদেরকে এক জাতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন” [সূরা আন্ নাহল: ৯৩][৩] ।

অতএব যেহেতু পৃথিবীতে নানা মতবাদের মানুষ বসবাস করাটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাসম্মত বিষয় সেহেতু নানা মতের মানুষের মাঝে সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে আপন কর্ম সম্পাদন করা হলো আমাদের কর্তব্য।

মৌলিকভাবে কোন ধর্মই বিকৃত নয়: পৃথিবীতে যতগুলো ধর্মের তথা শরীয়তের আগমন ঘটেছে সূচনালগ্নে তার কোনটিই বিকৃত নয়। মূলত পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারীরা দীর্ঘ সময়ের আবর্তন বিবর্তনের কারণে ধর্মীয় বিষয়াবলির কোন কোন অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় মৌলিকত্ব থেকে সরে পড়েছে। অর্থাৎ কোন কোন বিষয়কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন–

“আর নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছে যাহারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাহাতে তোমরা উহাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ মনে করো; কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নহে এবং তাহারা বলে ‘উহা

وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ
وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ
وَلَوْشَآءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِى رَحْمَتِهٖ

আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে', কিন্তু উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত নহে। তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা বলেন" [সূরা আলে ইমরান: ৭৮] ।

প্রায় সাড়ে ১৪'শ বছরের ব্যবধানের দরুন শরিয়তে মুহাম্মদীর অনুসারীদের মধ্যেও যে সকল ফের্কা বা মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে তাদের ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। পবিত্র কুরআনের অভিন্ন একটি আয়াতের ব্যাখ্যা একেক মতবাদের তাফসীরকারক একেকভাবে করেছেন, যা অনেক ক্ষেত্রে একটি অপরটির মুখোমুখি অবস্থান করে। আবার অনেকেই পবিত্র কুরআনের আয়াতকে আপন আপন সুবিধামত বিকৃত ব্যাখ্যা করে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে। কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এইরূপ হীন কর্মের জন্য যেভাবে গোটা শরিয়তে মোহাম্মদী অচল কিংবা পবিত্র কুরআনকে অসার বলার সুযোগ নেই ঠিক একইভাবে পূর্ববর্তী শরিয়ত এবং আসমানী গ্রন্থগুলোর মৌলিকত্বকেও অসার বলার অবকাশ নেই। যেহেতু এগুলোও আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত আসমানী কিতাব এবং তাঁরই কালাম।

রাসূলুল্লাহ্‌ (দ.) এবং পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী: পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ্‌ (দ.)-কে পূর্ববর্তী নবিগণের মুসাদ্দিক তথা সত্যায়নকারী হিসেবে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ পাক বলেন–

> *"স্মরণ করুন– যখন আল্লাহ্‌ নবিদের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসিবে*

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ
وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ

তখন তোমরা অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবে” [সূরা আলে ইমরান: ৮১][১] ।

আর পবিত্র কুরআনকে অসংখ্য আয়াতে কারিমায় পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের মুসাদ্দিক তথা সত্যায়নকারী বলা হয়েছে। যেমন– “আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তোমরা তাহাতে ঈমান আন। ইহা তোমাদের নিকট যাহা আছে উহার প্রত্যায়নকারী” [সূরা আল বাকারা: ৪১][২] ,

“যখন তাহাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আনয়ন কর। তাহারা বলে আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি। অথচ তাহা ব্যতীত সব কিছুই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে। যদিও উহা সত্য এবং তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যায়নকারী” [সূরা আল বাকারা: ৯১][৩] ,

---

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ

“তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সমর্থক” [সূরা আলে ইমরান: ৩][১] ,

“হে আহলে কিতাব, তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যায়নকারীরূপে আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমরা ঈমান আনয়ন কর” [সূরা নিসা: ৪৭][২] ,

“আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষকরূপে” [সূরা আল মায়েদা: ৪৮][৩] ,

“আমি আপনার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা সত্য। ইহা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী” [সূরা ফাতির: ৩১][৪] ।

ধর্মগ্রহণে স্বাধীনতা: ‘লা ইক্‌রাহা ফিদ্দীন’[৫] আয়াতে কারিমার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠিন হুশিয়ারী দিয়েছেন। এছাড়াও অনেকগুলো আয়াতে আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে শুধুমাত্র দাওয়াত প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, কোনরূপ জোর প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন–

“প্রচার করাই কেবল রাসূলের কর্তব্য” [সূরা আল মায়েদা: ৯৯][৬] ,

---

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا
وَالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ
مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ

“আপনার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা” [সূরা আর রাদ: ৪০][১],

“আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলে অবশ্যই ঈমান আনিত, তবে কি আপনি মুমিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবেন?” [সূরা ইউনুস: ৯৯][২]।

একই সাথে ‘লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন’[৩] অর্থাৎ ‘আমাদের ধর্ম আমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য’, ‘লানা আ’মালুনা ওয়ালাকুম আ’মালুকুম’[৪] অর্থাৎ ‘আমাদের কর্ম আমাদের জন্য, তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য’ ইত্যাদি ঘোষণার মাধ্যমে ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতার বিষয়টিও উন্মুক্ত রেখেছেন।

মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালাকারী আল্লাহ্: আন্তঃমতবাদ কেন্দ্রিক যত বিষয়াদি রয়েছে সে সকল বিষয়ের ফায়সালাকারী আল্লাহ্। কে হক, কে বাতিল, কার ইবাদত আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় এবং কার ইবাদত গ্রহণীয় নয়, কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী তার ফায়সালা করবেন আল্লাহ্। এ বিষয়ে ফায়সালা করার দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক বান্দাকে প্রদান করেননি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন–

“ইহুদিরা বলে খ্রিস্টানদের কোন ভিত্তি নাই এবং খ্রিস্টানরা বলে ইহুদিদের কোন ভিত্তি নাই। অথচ তাহারা কিতাব পাঠ করে।

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ

وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى
يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِىَ دِيْنِ

لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ

এইভাবে যাহারা কিছুই জানে না তাহারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ উহার মীমাংসা করিবেন" [সূরা আল বাক্বারা: ১১৩][১],

"নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদি হইয়াছে, যাহারা সাবিয়ী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যাহারা মুশরিক হইয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন" [সূরা আল হাজ্জ: ১৭][২],

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন– উহার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট" [সূরা আশ শূরা: ১০][৩],

"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করিয়া থাক তাহা হইলে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে উলিল আমর। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা আল্লাহ্ এবং রাসূলের দিকে ফিরাইয়া দাও। ইহাই উত্তম এবং প্রকৃষ্টতর" [সূরা আন নিসা: ৫৯][৪],

---

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى
شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئِيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَّالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا
اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করিবেন” [সূরা আল মায়েদা: ৪৮][১] ,

“আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে তাহা হইলে ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী” [সূরা আল আরাফ: ৮৭][২] ,

“হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী” [সূরা হুদ: ৯৩][৩] ,

“যাহারা ঈমান আনে না তাহাদেরকে বলুন– তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ করিতে থাক, আমরাও আমাদের কাজ করিতেছি। তোমরাও প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি” [সূরা হুদ: ১২১-১২২][৪] ,

---

تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ
فَاصْبِرُوْا يُؤْمِنُوْا لَّمْ وَطَآئِفَةٌ بِهٖ اُرْسِلْتُ بِالَّذِىْٓ اٰمَنُوْا مِّنْكُمْ طَآئِفَةٌ كَانَ وَاِنْ
الْحٰكِمِيْنَ خَيْرُ وَهُوَ بَيْنَنَا اللّٰهُ يَحْكُمَ حَتّٰى
يُّخْزِيْهِ عَذَابٌ يَّأْتِيْهِ مَنْ تَعْلَمُوْنَ سَوْفَ عَامِلٌ اِنِّى مَكَانَتِكُمْ عَلٰى اعْمَلُوْا وَيٰقَوْمِ
كَاذِبٌ هُوَ وَمَنْ
اِنَّا وَانْتَظِرُوْا - عٰمِلُوْنَ اِنَّا مَكَانَتِكُمْ عَلٰى اعْمَلُوْا يُؤْمِنُوْنَ لَا لِّلَّذِيْنَ وَقُلْ
مُنْتَظِرُوْنَ

“যে বিষয়ে উহারা মতভেদ করিত আপনার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে উহাদের বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন” [সূরা আন নাহল: ১২৪][১],

“তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন” [সূরা আল হাজ্জ: ৬৯][২],

“উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে আপনার প্রতিপালকই কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন” [সূরা আস সেজদাহ: ২৫][৩],

“বলুন হে আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে তুমি তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবে” [সূরা আয যুমার: ৪৬][৪]।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের আলোকে যেহেতু ভাল-মন্দের ফয়সালাকারী স্বয়ং আল্লাহ্ই, সেহেতু আপন মতবাদ ব্যতীত অন্যান্যদেরকে সরাসরি বাতিল বলে আক্রমণ করা উচিত নয়। মানুষের দায়িত্ব হলো, বিপরীত মতাদর্শের সাথে অনৈতিক বিতণ্ডায় লিপ্ত না হয়ে আপন কর্মধারায় নিয়োজিত থাকা।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

আপন আপন ধর্মাচারে নিষ্ঠাবান থাকা পবিত্র কুরআনেরই আদেশ: আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক জাতির কর্ম পদ্ধতিকে তাদের নিজেদের নিকট চমকপ্রদ, সুশোভিত ও দৃষ্টিনন্দন করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন–

> *"এইভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি" [সূরা আল আনআম: ১০৮][১] ।*

একই সাথে প্রত্যেক ধর্মাচারীদের প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশনা হলো তারা আপন আপন ধর্মীয় অনুশাসন তথা হুকুম অনুসারে কার্য সমাধা করবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্র বাণী–

> *"তাহারা আপনার উপর কীরূপে বিচারভার ন্যস্ত করিবে? অথচ তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাওরাত, যাহাতে আল্লাহ্র আদেশ আছে" [সূরা আল মায়েদা: ৪৩][২] ,*
>
> *"ইঞ্জিল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে মীমাংসা করে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা মীমাংসা করে না, তাহারাই ফাসিক" [সূরা আল মায়েদা: ৪৭][৩] ,*

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"বলুন, হে কিতাবীগণ, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নাই" [সূরা আল মায়েদা: ৬৮][১],

"তাহারা (আহলে কিতাবীরা) যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের উপর ও পদতল হইতে আহার্য লাভ করিত" [সূরা আল মায়েদা: ৬৬][২]।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝেও ইবাদতগুজার ব্যক্তি রয়েছে: অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের অনুসারীদের মাঝেও ইবাদতগুজার, পরহেজগার, মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌কে ভয় পায়, সৎকর্ম ও ন্যায়বিচার করে এবং গভীর রাত্রে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক বলেন–

"তাহারা সকলে এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে। তাহারা রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। তাহারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং তাহারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে। তাহারাই তাহা হইতে তাহাদের কখনোই বঞ্চিত

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ

করা হইবে না। আল্লাহ্ পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। উত্তম কাজের যাহা কিছু তাহারা করে মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত” [সূরা আলে ইমরান: ১১৩, ১১৪, ১১৫][1],

“কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখিলেও ফেরত দিবে, আবার এমন লোকও আছে যাহার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখিলে তাহার পিছনে লাগিয়া না থাকিলে সে ফেরত দিবে না। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। হ্যাঁ, কেহ তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে, আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকী তথা খোদা সচেতনদের ভালবাসেন” [সূরা আলে ইমরান: ৭৫-৭৬][2],

---

يَسْجُدُوْنَ وَهُمْ الَّيْلِ اٰنَآءَ اللهِ اٰيٰتِ يَّتْلُوْنَ قَآئِمَةٌ اُمَّةٌ الْكِتٰبِ اَهْلِ مِنْ سَوَآءً لَيْسُوْا
الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَأْمُرُوْنَ الْاٰخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللهِ يُؤْمِنُوْنَ -
فَلَنْ خَيْرٍ مِنْ يَفْعَلُوْا وَمَا - الصّٰلِحِيْنَ مِنَ وَاُولٰٓئِكَ الْخَيْرٰتِ فِي وَيُسَارِعُوْنَ
بِالْمُتَّقِيْنَ عَلِيْمٌ وَاللهُ يُّكْفَرُوْهُ

لَّا بِدِيْنَارٍ تَاْمَنْهُ اِنْ مَّنْ وَمِنْهُمْ اِلَيْكَ يُّؤَدِّهٖ بِقِنْطَارٍ تَاْمَنْهُ اِنْ مَنْ الْكِتٰبِ اَهْلِ وَمِنْ
الْاُمِّيّٖنَ فِى عَلَيْنَا لَيْسَ قَالُوْا بِاَنَّهُمْ ذٰلِكَ قَآئِمًا عَلَيْهِ دُمْتَ مَا اِلَّا اِلَيْكَ يُؤَدِّهٖٓ
وَاتَّقٰى بِعَهْدِهٖ اَوْفٰى مَنْ بَلٰى - يَعْلَمُوْنَ وَهُمْ الْكَذِبَ اللهِ عَلَى وَيَقُوْلُوْنَ سَبِيْلٌ
الْمُتَّقِيْنَ يُحِبُّ اللهَ فَاِنَّ

“তাহাদের (খ্রিস্টান) মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী রহিয়াছে। আর তাহারা অহংকার করে না” [সূরা আল মায়েদা: ৮২][১],
“মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রহিয়াছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সেইভাবে বিচার করে” [সূরা আল আরাফ: ১৫৯][২]।

ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়: পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম রয়েছে এবং এই ধর্মগুলোর যে উপাসনালয় কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলোতে মূলত আল্লাহ্‌র নামই স্মরণ করা হয়। স্মরণ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন, সম্বোধন পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করা হয় তিনি হলেন অভিন্ন স্রষ্টা সকল সৃষ্টির পালনকর্তা, বিবর্তন কর্তা এবং রক্ষাকর্তা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন–

“আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ, যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম” [সূরা আল হাজ্জ: ৪০][৩]।

مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ
يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا

স্রষ্টা বিশ্বাসী সৎকর্মশীল ব্যক্তিমাত্রই জান্নাতের আহলঃ স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাসী সকল সৎকর্মশীল ব্যক্তিই জান্নাতের হকদার। এই হক স্বয়ং আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত, যা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিঘোষিত হয়েছে। যেমন–

> *“যাহারা বলে– আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্, অতঃপর অবিচল থাকে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহারা যাহা করিত তাহার পুরস্কার স্বরূপ” [সূরা আল আহক্বাফ: ১৩, ১৪][১],*
>
> *“যে কেহ সৎকর্ম লইয়া আসিবে, সে উহা হইতে উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাইবে। এবং সেই উহারা শংকা হইতে নিরাপদ থাকিবে” [সূরা আন নমল: ৮৯][২],*
>
> *“যে কেহ সৎকর্ম লইয়া উপস্থিত হয় তাহার জন্য রহিয়াছে উহা অপেক্ষা উত্তম ফল। আর যে মন্দ কর্ম লইয়া উপস্থিত হয়, তবে যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদেরকে তাহারা যাহা করিয়াছে উহারই শাস্তি দেওয়া হইবে” [সূরা আল কাসাস: ৮৪][৩],*
>
> *“যাহারা খোদা বিশ্বাসী এবং যাহারা ইহুদি, নাসারা (খ্রিস্টান) বা সাবেঈন, যেই হোক না কেন, যদি তাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আছে।*

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ
مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا
السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

আছে। তাহাদের কোন ভয়-ভীতি এবং অনুতাপ নাই" [সূরা আল বাক্বারা: ৬২][১],

"যে সৎকর্ম করে এবং সে মুমিন, তাহার কর্ম-প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করা হইবে না। আর আমি তো উহা লিখিয়া রাখি" [সূরা আল আম্বিয়া: ৯৪][২]।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, সূরা বাকারার ৬২নং আয়াত এবং সূরা মায়েদার ৬৯নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন,

"যাহারা খোদা বিশ্বাসী এবং যাহারা ইহুদি, নাসারা (খ্রিস্টান) বা সাবেঈন, যেই হোক না কেন, যদি তাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আছে। তাহাদের কোন ভয়-ভীতি এবং অনুতাপ নাই" [সূরা আল বাক্বারা: ৬২]।

এই আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত স্রষ্টা বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল আহলে কিতাবীদের প্রতিদানের বিষয়টি অনেক সময় নাসেখ-মানসুখের চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অথচ আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (র.)'র গবেষণাপ্রসূত নাসেখ-মানসুখের তালিকাসহ অন্যান্য তাফসীরকারগণের প্রদানকৃত তালিকায় এই আয়াতদ্বয়কে মানসুখ বলা হয়নি। আবার অনেক সময় এই আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা করা হয়, 'আহলে কিতাবীদের সৎকর্মের পুরস্কার দুনিয়াতে প্রদান করা হবে। আখেরাতে তাদের কোন প্রতিদান নেই'। অথচ এই আয়াতদ্বয়ের প্রাণধারা (Spirit)-এর আলোকে এই ব্যাখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। কেননা আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ্ পাক ঈমানদারদের কথাও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ঈমানদার এবং

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ
فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ

এবং ইহুদি, নাসারা, সাবেঈনদের মধ্যে যারাই আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করে সৎকর্ম করবে প্রত্যেকের প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত আছে। সুতরাং এখানে প্রতিদানকে যদি দুনিয়াবী প্রতিদান ধরা হয় তবে কি ঈমানদারও শুধু দুনিয়ায় প্রতিদান পাবেন? উপরন্তু "পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত থাকা" দ্বারা সেই পুরস্কার যে আখেরাতেই দেওয়া হবে তা স্পষ্ট। আর 'তাদের কোন ভয়-ভীতি, অনুতাপ নেই' দ্বারা তারা যে আখেরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়।

উম্মুল মু'মিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)'র চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল আহলে কিতাব ছিলেন। ওয়ারাকা ইবনে নওফেল প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন– হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.) বলেছেন–

> *"তোমরা ওয়ারাকাকে গালমন্দ করো না। কারণ আমি দেখেছি– তাকে একটি বা দুটি জান্নাত দেওয়া হয়েছে" [হাকিম আল মুসতাদরাক। তিনি বলেন– হাদিসটি বুখারী এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্][১] ।*

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে আছে– উম্মুল মু'মিনিন হযরত মা খাদিজা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন–

> *"আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি। আমি দেখলাম, তার উপর সাদা কাপড় রয়েছে। আমার ধারণা– তিনি যদি জাহান্নামী হতেন– তাহলে তার উপর সাদা কাপড় থাকতো না" –[ইবনে কাসীর- আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্][২] ।*

---

[১] لا تسـبوا ورقـة فإني رأيـت لـه جنـة أو جنتيـن

[২] قـد رأيتـه فرأيـت عليـه ثيـاب بيـاض أحسـب لو كان من اهل النـار لـم يكـن عليـه ثيـاب بيـاض

একইভাবে আহলে কিতাব আসআদ তুব্বার ব্যাপারে রাসূল (দ.) বলেন–

> *"তোমরা তুব্বাকে গালি দিও না। কারণ তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।*[১]
>
> *অথচ আসআদ তুব্বা রাসূল (দ.) পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন" [সূত্র: আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া]।*

তদুপরি রাসূলুল্লাহ্ (দ.)'ই যে মহান আল্লাহ্‌র পূর্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুত নবি সে প্রসঙ্গে খ্রিস্টান পাদ্রী বুহাইরা এবং আহলে কিতাব ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের ভবিষ্যৎবাণী আমাদেরকে কী ধারণা প্রদান করে? তাদের ভিতরে যদি খোদায়ী আলো না থাকত তবে কি তাদের পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে চেনা সম্ভব হতো?

আবু তালিব এবং সম্রাট নাজ্জাশী প্রসঙ্গ: রাসূলুল্লাহ্ (দ.)'র চাচা আবু তালিব প্রকাশ্যে শরিয়তে মোহাম্মদী গ্রহণ করেননি। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে মক্কার কাফেরদের আক্রমণ-অত্যাচার থেকে রক্ষা করে আশ্রয় দিয়েছেন, বুকে আগলে রেখেছেন। এমনকি শিয়াবে আবি তালিবে দীর্ঘ তিন বছর অবরুদ্ধ থেকে মুসলমানদের সাথে অতি কষ্টকর পরিস্থিতি বরণ করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এবং মুসলমানদের জন্য এই অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ভালবাসাকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত? একইভাবে সম্রাট নাজ্জাশীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে ধারণা পাওয়া গেলেও তিনি যে প্রকাশ্যে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান পালন করেননি তা সর্বজনজ্ঞাত। আমৃত্যু তিনি খ্রিস্টান ধর্মানুসারে জীবন অতিবাহিত করেছেন। অর্থাৎ পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে তিনি 'তাসদিক বিয্ যানান' তথা অন্তরের দিক দিয়ে ইসলামকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু 'ইক্‌রার বিল্ লিসান' তথা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা মৌখিকভাবে প্রকাশ করেননি। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁকে মুসলমানদের ভাই বলেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জানাযা আদায় করেছেন। বুখারী শরিফের হাদিসে আছে–

---

[১] لا تسبو تبعا فانه قد كان اسلم

“একদিন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাবশার অধিবাসী একজন নেককার লোক মারা গেছেন। তোমরা তোমাদের ভাই ‘আসমাহা’ (নাজ্জাসী) এর জানাযা পড়ার জন্য প্রস্তুত হও” [আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫১, হাদিস: ৩৮৭৭][1]।

বুখারী শরিফের অন্য হাদিসে এসেছে–

“হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামের কাছে উপস্থিত হয়ে নাজ্জাসীর মৃত্যু সংবাদ শোনালেন এবং জানাযার নামায পড়ার জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীর দিলেন” [আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৬, হাদিস: ১৩১৮][2]।

এই ঘটনাগুলো আমাদেরকে কী বার্তা দেয়? উপরন্তু এই ঘটনাগুলোর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মর্মার্থের আলোকে আজকের বিশ্বে যারা শরিয়তে মোহাম্মদীর প্রতি উম্ফত তথা ভালবাসা রাখেন, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা-সম্প্রীতি বজায় রাখেন তাঁদেরকেই বা কোন দৃষ্টিতে দেখা উচিত? তাওহিদে আদ্ইয়ান তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধতা নিরূপণে এ প্রসঙ্গগুলো আমাদেরকে সহযোগিতা করবে।

وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه الله رضي جابر عن
فصلوا فقوموا صالح رجل اليوم مات النجاشي مات حين
أصحمة أخيكم على

الله صلى النبي نعى قال عنه الله رضي هريرة ابى عن
خلفه فصفوا تقدم□م النجاشي أصحابه إلى وسلم عليه
أربعا فكبر

আহলে কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের তারাই শাস্তিযোগ্যঃ পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের অনুসারী সবাইকে গড়পড়তা কাফের বলে সম্বোধন করা হয়নি। যতবারই কাফের–এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেকবারই বলা হয়েছে 'ইন্নাল্লাজিনা কাফারু মিন আহ্লিল কিতাব', অর্থাৎ আহলে কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের। সুতরাং এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সবাই কাফের না। বরং তাদের মধ্যে একটি অংশ কাফের। আর যারা কাফের তারাই মূলত পরকালে শাস্তিযোগ্য অপরাধী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন–

> *"কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবে। উহারাই সৃষ্টির অধম" [সূরা বায়্যিনাহ্: ০৬][১] ।*

উপর্যুক্ত ধারণাগুলো থেকে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট তা হলো– প্রত্যেক নবি-রাসূলের শরিয়ত বিভিন্ন হলেও তাঁদের মৌলিক আহবান ছিল মূলত অভিন্ন এবং ধর্মের আচারগত বিভিন্নতা স্বয়ং আল্লাহ্র ইচ্ছাসম্মত। যেহেতু প্রত্যেক ধর্মই আল্লাহ্র পক্ষ হতে অবতীর্ণ, সেহেতু প্রত্যেক ধর্মের মাঝেই বিশ্বাস এবং উৎসের একক কেন্দ্রভিত্তিক সত্য রয়েছে। তাই প্রত্যেক ধর্মের মাঝে সত্যপন্থী থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদের কাজ হলো, পৃথিবীতে সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে সৎকর্মের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করা। আর এই ধারণাগুলো মাথায় রেখে যখন আমরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিবেচনা করব তখন বিভিন্ন ধর্মের প্রতি ঘৃণা তিরোহিত হয়ে প্রত্যেকের প্রতি এক ধরনের সম্মানবোধ জাগ্রত হবে। এতে বিশ্বশান্তির পথও তরান্বিত হবে।

---

[১] اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

তাওহিদে আদ্ইয়ানের কুরআনিক ভিত্তি

> *"(হে রাসূল) বলুন, হে আহলে কিতাব, আস সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। আর তা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করবো না, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত একে অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবো না" [সূরা আলে ইমরান: ৬৪][১] ।*

সূরা আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াতে স্বয়ং রাব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ্ (দ.)'র মাধ্যমে একত্ববাদে বিশ্বাসীদেরকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। উপরন্তু, সকল ধর্মের মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি, সকল ধর্মের মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্ এবং সকল ধর্মাবলম্বীর প্রত্যাবর্তনস্থলও আল্লাহ্। তাই "আল্লাহ্ এক" এই বিষয়ে সকলে একমত থেকে কোন রকম হুজ্জত তথা বিবাদে লিপ্ত না হয়ে আপন আপন ধর্মানুসারে কর্ম করে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন–

> *"আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের, তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদ নাই।*

---

[১] قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

আল্লাহ্ই আমাদেরকে একত্রিত করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাহারই নিকট" [সূরা আশ শূরা: ১৫][১] ,

"বলুন, আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাহ– যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের" [সূরা আল বাক্বারা: ১৩৯][২] ।

يَجْمَعُ اَللّٰهُ وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا حُجَّةَ لَا اَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ اَعْمَالُنَا لَنَآ وَرَبُّكُمْ رَبُّنَا اَللّٰهُ
الْمَصِيْرُ وَاِلَيْهِ بَيْنَنَا
اَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ اَعْمَالُنَا وَلَنَآ وَرَبُّكُمْ رَبُّنَا وَهُوَ اللّٰهِ فِى اَتُحَآجُّوْنَنَا قُلْ

নবি জীবনে তাওহিদে আদ্‌ইয়ানের চর্চা

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তত্ত্বের চর্চিত রোল মডেল হলো– মদিনা সনদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয় পরবর্তী ভাষণ এবং বিদায় হজ্জের ভাষণ। এ সব্‌কটি সম্পাদিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (দ.)'র পবিত্র জীবদ্দশায় স্বয়ং তাঁর মাধ্যমে। মদিনা সনদে তিনি ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক এবং মুসলমানদেরকে 'উম্মাতাওঁ ওয়াহেদা' (এক উম্মাহ) সম্বোধন করে শান্তিপূর্ণ বহুত্ববাদী সমাজ (Pluralist Society) প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে আপন আপন ধর্মীয় আচার পালনের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। মক্কার কাফেরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করার সময় সন্ধির শুরুতে আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর রাসূলুল্লাহ্ (দ.)'র রেসালতের ব্যাপারে লিখিত শব্দ নিয়ে কাফেররা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (দ.) নিজ হাতে "রাসূলুল্লাহ্" শব্দটি কেটে দিয়ে সেখানে 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্' লিখে দিয়েছেন। এমনকি সেই সন্ধি অনুযায়ী সেই বছরের জন্য ইসলামের অন্যতম মূলভিত্তি হজ্ব পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এইটুকু পর্যন্ত ছাড় দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র একত্ববাদের স্বীকৃতির বিষয়টিকে মিলের জায়গা হিসেবে ধরে নিয়ে পারস্পরিক শান্তিচুক্তি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। নবি জীবনের এই মহান শিক্ষাই মূলত তাওহিদে আদ্‌ইয়ান– এর অন্যতম বুনিয়াদ। বিদায় হজ্জের ভাষণেও রাহমাতুল্লিল আলামিন রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন–

> *"হে মানব সকল, নিশ্চয়ই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ একজন, তোমাদের সকলের পিতা হযরত আদম। ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোনরূপ জোরজবরদস্তির আশ্রয় গ্রহণ করো না"।*

এছাড়াও বিভিন্ন রাজাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (দ.) দূত মারফত যে পত্র পাঠান সেখানেও (পূর্ব বর্ণিত) সূরা আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াতের আলোকে "আল্লাহ্ এক" এই মিলের জায়গায় একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

সাহাবী জীবনে তাওহিদে আদ্‌ইয়ানের চর্চা

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান হলো– পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইসলামী সামাজিক নীতিমালা। ধর্মীয় আচারবাদের ভিন্নতার কারণে কাউকে মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত না করাই মূলত আদর্শ ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য, যা সাহাবায়ে কেরামের জীবনে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে। যেমন–

হযরত উমর (রা.)'র একটি ঘটনা। তিনি তখন খলিফাতুল মুসলিমীন। একদিন এক ইহুদি বৃদ্ধকে দেখলেন মসজিদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে। তখন তিনি ঐ ইহুদিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা তোমার ওপর ইনসাফ করতে পারিনি যদি তোমার যৌবনে আমরা তোমার নিকট থেকে জিজিয়া গ্রহণ করে থাকি আর তোমার বার্ধক্যে তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেই। এরপর তিনি তার জন্যে বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করে দেন [কিতাবুল আমওয়াল, ইবনে যানজূয়াহ্, ১/১৪৩, হাদীস ১৭৯]।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.)'র ঘটনা। একদিন তাঁর ঘরে একটি বকরি জবাই করা হল। খাবার রান্না হলে তিনি তার গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে কি এ খাবার দিয়েছ?' এরপর তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'প্রতিবেশীর বিষয়ে জিবরাঈল আমাকে এত উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমি মনে করছিলাম, তিনি হয়তো তাদেরকে ওয়ারিশই বানিয়ে দিবেন' [জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৯৪৩]।

সুফিয়ায়ে কেরামের জীবনে তাওহিদে আদ্ইয়ানের চর্চা

সুফিয়ায়ে কেরামের খানকাহ্-দরবারগুলো যুগ যুগ ধরে সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, সমাজের উঁচু-নিচু শ্রেণি সকলের জন্য উন্মুক্ত। তাঁদের দরবার ও খানকাহ্গুলোতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও প্রবেশাধিকার অবারিত হয়ে আসছে সুদীর্ঘকাল হতে। গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (ক.), হযরত শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া (ক.) প্রমূখ জগত বিখ্যাত অলি-আউলিয়ার দরবারে সকল ধর্মাবলম্বীদের যাতায়াতের কথা সর্বজনজ্ঞাত। সুফি দরবার ও খানকাহ্গুলোতে সকলের অবারিত প্রবেশাধিকার মূলত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইসলামী সামাজিক নীতিমালা বাস্তব উদাহরণ। এই নীতিমালাকে সুফি স্কলারগণ তাওহিদে আদ্ইয়ান বা ওয়াহ্দাতুল আদ্ইয়ান নামে উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইসলামী সামাজিক নীতিমালা তথা 'তাওহিদে আদ্ইয়ান' অনুসরণে বিভিন্ন সুফিয়ায়ে কেরামের উদ্ধৃতি, ঘটনা এবং অবস্থান তুলে ধরা হলো–

গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.):

কাদেরিয়া ত্বরিকার ইমাম গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র ওয়াজের মজলিসে অনেক ইহুদি-খ্রিস্টান বসতেন [সূত্রঃ বাহ্জাতুল আসরার]। যা তাওহিদে আদ্ইয়ান চর্চার অন্যতম উদাহরণ। ফাতহুর রব্বানী কিতাবে ৫০৫/৫০৬ পৃষ্ঠায় গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.) বলেন–

> *"খোদার বন্ধুদের সাহচর্য গ্রহণ কর। তাঁহারা যাহার প্রতি নজর বা হিম্মত নিবদ্ধ করেন, তাহার রূহানী বা সূক্ষ্ম জীবন আরম্ভ হইতে হয়। সে ব্যক্তি ইহুদি, নাসারা, মাজুসিও যদি হয় তবুও। আর যদি মুসলমান হয় তবে ঈমান শক্তিশালী হয়"।*[১]

হযরত খাজা সুলাইমান তাওঁসবি (রহ.):

পাকিস্তানের চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার বিখ্যাত শায়খ হযরত খাজা সুলাইমান তাওঁসবি (রহ.)'র মুরিদানদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। হযরত খাজা সুলাইমান তাওঁসবি (রহ.) এর জীবনী গ্রন্থ "তাজকিরায়ে হযরত খাজা সুলাইমান তাওঁসবি" গ্রন্থের ৩৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য–

> "একদিন গ্রন্থকার হযরত কেবলা (খাজা সুলাইমান তাওঁসবি রহ.) এর খেদমতে বসা ছিলেন, তখন একজন হিন্দু এসে হযরত কেবলার কদমে আরজ করলেন, আপনার সাক্ষাতের জন্য আমার অন্তরে প্রবল ইচ্ছা ছিল। তখন হযরত কেবলা এ কথা বলেন যে, 'আমার ত্বরিকায় মুসলমান এবং হিন্দুর সাথে সুলেহ্ তথা শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাখার অনুমতি রয়েছে।" এরপর তিনি হাফেজ সিরাজীর একটি কবিতার লাইন পড়লেন, "হে হাফেজ, সাধারণ এবং বিশিষ্টদের মাঝে সুলেহের সম্পর্কের ইচ্ছা কর, মুসলমানের সাথে আল্লাহ্ আল্লাহ্, ব্রাহ্মণের সাথে রাম রাম"।[২]

قعدت ان□م احد مع اقعد ماكنت عنه تعالى الله رضى وقال
اصحب ى‌ل الموافقين من□لا□ة او □نين مع اقعد كنت
وجعلوا شخص الى نظروا اذا انهم صفاتهم من فان القوم
او يهوديا اليه المنظور ذالك كان وان احيوه اليه همتهم
ويقينا ايمانا داد از مسلما كان وان مجوسيا او نصرانيا
وتشبتا

آپ كه كيا عرض ميں خدمت كى قبلهٔ حضرت آكر نے هندو ايك
قدس قبله حضرت تها شوق هى بهت مجهے كا زيارت كى
كه هے داخل بات يه ميں طريقه همارے كه فرمايا نے سره
يه اور جائے ركهى صلح ساتهـ كے هندوں اور مسلمانوں
هے پڑها كے شهادت بطور بيت

وعام باخاص كن صلح خواهي وصل كر حافظا
رام رام برهمن با الله الله مسلماں با

হযরত মারূফ করখী (র.):

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "তাজকেরাতুল আউলিয়া"য় হযরত মারূফ করখী (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ আছে–

> *"তাঁহার এন্তেকালের পর প্রত্যেক ধর্মের লোকেরাই তাঁহাকে নিজেদের গুরু বলিয়া দাবী করিয়া বসিল এবং তাঁহার লাশ বহন করিয়া নিতে ও নিজ নিজ রেওয়াজ মতে দাফন-কাফন করিতে চাহিল। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের ভিতরে জোর প্রতিযোগিতা ও বাদানুবাদ চলিতে লাগিল; মহর্ষির একজন খাদেম বলিলেন, 'তিনি এন্তেকালের পূর্বে আমাকে অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন যে, যেই মযহাবের লোক আমার লাশ মাটি হইতে উঠাইতে পারিবে, সেই মযহাবই আমার এবং ঐ মযহাবের লোকেরাই আমার কাফন-দাফন (শেষ ক্রিয়া) সম্পন্ন করিবে।' সে মতে সর্ব প্রথম ইহুদি সম্প্রদায় আসিয়া উঠাইতে চাহিল; কিন্তু ব্যর্থ হইল। তৎপর খ্রিস্টানগণও চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। তৎপর মুসলমানগণ অগ্রসর হইয়া লাশ ধরিতেই উহা উঠিয়া গেল। অবশেষে তাঁহারাই জানাযা পড়িয়া লাশ দাফন করিল। বলা হয়, লোকে যে উদ্দেশ্য নিয়াই তাঁহার কবরের নিকট যাইয়া খোদার নিকট মোনাজাত করিত, খোদা পাক তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন।"*[১]

এ ঘটনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো– হযরত মারূফ করখী (র.) প্রত্যেক ধর্মের মানুষের সাথে এমন সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখতেন যে, প্রত্যেকে মনে করতো তিনি তাদেরই ধর্মের অনুসারী।

ی‌و در ان‌ی‌اد همه کـه بـود او تواضـــع و خلـق ت‌ی‌غا از کـرد وفـات گـروه یـك هر مؤمنـان و ان‌ی‌ترســا و جهودان کردنـــد ی‌دعو کـه اسـت گفتـــــه او کـه گفـــت خادم اسـت ما از ی‌و کـه گفتتـــــــد ام قـوم آن از من داشـت برتوانـــــد ن‌ی‌زم از مرا جنـازه کـه هر اهل ،برداشـــت نتوانســــــتند جهودان نتوانســــــتند ان‌ی‌ترســا را او آنجـا هم بـاز و کردنـــد نماز و برداشـــــتند و امدندی‌ب اسـلام کردنـــد بخـــاك

হযরত খাজা কামালুদ্দীন (র.):

হযরত খাজা কামালুদ্দীন (র.) কর্তৃক প্রকাশিত “এশাআতুল ইসলাম” রেসালার ১৯২৭ সালে প্রকাশিত সংখ্যার ‘খলিফাতুল্লাহি আলাল আরদ্ব’ প্রবন্ধে উল্লেখ আছে–

> “মানবজাতি চেষ্টার মাধ্যমে একই নির্দিষ্ট স্থানের তালাশে মশগুল দেখা যায়। চেষ্টার পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ব্যাপারে সকলই একমত”।[১]

‘তারিখে তাসাওউফে ইসলামী’ কিতাবের বর্ণনাঃ

মিশরের ফুয়াদ (কায়রো) ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. মোস্তফা হেলমী রচিত এবং পাকিস্তানের রঈছ আহমদ জাফরী অনুদিত “তারিখে তাসাওউফে ইসলামী” কিতাবে ‘তাওহিদে আদ্‌ইয়ান’ নামে একটি পরিচ্ছেদও রয়েছে। উক্ত পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে–

> *“তাওহিদে আদ্‌ইয়ান। এটিও মনসুর হাল্লাজের একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। হাল্লাজের ধারণা ছিল যে, যতগুলো ধর্ম আছে সেগুলো হাকিকতের দিক হতে এক। শাখাগত বিষয়ে ভিন্নতা থাকলেও কিন্তু মূলের সাথে যে সম্পর্ক তা একই। প্রত্যেক ধর্মের মারকাজ (কেন্দ্র) এবং মাম্বা (উৎস) হলো খোদা। যত ধর্ম সকলই আল্লাহ্‌র জন্য। প্রত্যেক ধর্মের মাঝে কোন না কোন দল গোত্র রয়েছে, এটা নিজের ইচ্ছাতে নয়, বরং শক্তিশালী সত্তার (আল্লাহ্‌) ইচ্ছাতে। কোন ব্যক্তি কোন মাযহাবকে বাতিল সাব্যস্ত করে যদি এই হুকুম জারী করে যে, ‘অমুক মাযহাব সে নিজেই এখতিয়ার করেছে’ তবে এরূপ কথা হাল্লাজের মতে কদরিয়া মতবাদের আওতায় এবং নিকটে চলে আসে। এই উম্মতের মধ্যে মাজুস যে সকল লোককে বলা হয় তারা কদরিয়া। হাল্লাজের এই ধারণা ছিল যে, ইহুদিয়্যত, মসিহিয়্যত নাম এবং লকব আলাদা আলাদা। চিহ্ন ও*

---

[১] میں ما نتا هوں کہ هو ایك مذهب انسان کی مساعی کےلئے
جو میں راهوں گو ان هی کرتا تجویز مقصود منزل هی ایك
مگر هے اختلاف کا سب هیں پهنچتی تك منزل اس
موافق سب کے اصول کے قربانی کی نفسانی خواهشات
هیں

প্রকৃতির মাঝেও ভিন্নতা এবং দ্বন্দ্ব রয়েছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। তা একই।”[১]

একই গ্রন্থের ‘আল্লাহ্ কি মশিয়ত’ পরিচ্ছেদেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে–

“অন্যান্য শব্দসমূহের মধ্যে হাল্লাজের উদ্দেশ্য ছিল যে, একমাত্র আল্লাহ্ই যিনি আপন বান্দাদের উপর নিজের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটান। আর এটা খোদায়ীভাবেই হয়। তিনি আপন বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করেন যে, অমুক আদমী ইহুদি হবে, অমুক নাসারা (খ্রিস্টান) মজহাবের হবে, অমুক মুসলমানের ঘরে জন্ম নিবে। তাই না কারো মাঝে দ্বন্দ্ব হওয়া উচিত, না কোন ধর্ম নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া উচিত? কেননা সকল ধর্ম খোদার এবং যে ব্যক্তি যে ধর্মই গ্রহণ করুক না কেন তাতে খোদার সন্তুষ্টি এবং ইচ্ছা নিহিত থাকে। বিভিন্ন ধর্মের মাঝে যে এখতেলাফ দেখা যায় এটা মৌলিক এবং প্রকৃত মতানৈক্য নয়। বরং তা বাহ্যিক মতবিরোধ। সত্য কথা এই যে, যত ধর্ম রয়েছে তা নামের কারণে বিভিন্ন হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এক। এই বিভিন্নতা বাহ্যিক, মূল

انیاد دیح تو
تھا ہی نظر کیا کا حلاج منصور یبھ ہی
سے اعتبار کے قتیحق یاپن انیاد تمام کہ تھا الیخ کا حلاج
تک جہاں کا اصل کنیل ہے اختلاف ںیم فروعات کا ان ۔ںیہ کیا
تمام ۔ہے خدا منبع اور مرکز کا انیاد تمام ہے یہ کیا وہ ہے تعلق
گروہ یکوئ نہ یکوئ سے ندی ہر ،ںیہ ےیل کے خدا انیاد
قوت دست بالا یکس بلکہ ںینہ سے یمرض یاپن ۔ہے وابستہ
ای گو وہ ہے کرتا بطلان کا مذہب یکس شخص جو سے یمرض یک
بات ہی اور ،ایک اریاخت خود نے اس مذہب فلاں کہ ہے لگاتا حکم
کے اس اور ہے یآت ںیم لیذ کے ہیقدر مسلک ںیم رائے یک حلاج
ہی قدر وہ ، ںیہ سکتے کہلا جولوگ مجوس کے امت اس کینزد
اور اسلام اور تیحیمس اور تیہودی تھا یبھ الیخ ہی کا حلاج۔ںیہ
یبھ ںیم آ□ار و علامات ۔ںیہ جدا جدا القاب اور نام کے مذاہب دوسرے
یکوئ ںیم اس ہے یمقصوراصل جو کنیل ہے تغائر اور اختلاف
اختلاف ںینہ ، وہ کیا یہ ۔ہے

কিন্তু একই। যেভাবে হাকিকতে মোহাম্মদীর পরম্পরা বিষয়ে মনসুর হাল্লাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীতে অন্যান্যরাও গ্রহণ করেছেন একইভাবে ওয়াহদাতুল আদ্ইয়ানের (তাওহিদে আদ্ইয়ান) ব্যাপারেও মনসুর হাল্লাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী অন্যান্য আকাবেরিনগণ সমর্থন এবং অনুসরণ করেন। যেমন, মহিউদ্দিন ইবনু আরাবী, উমর ইবনে ফারেদ, জালালুদ্দিন রূমি, আব্দুল করিম জিলী এবং অনেক উচ্চমার্গীয় অভিজাত সুফি, পণ্ডিত, উলামা, শায়েরগণ তাঁদের কবিতায়, গ্রন্থকারগণ তাঁদের গ্রন্থে এই তত্ত্বের প্রশংসা করেছেন এবং এটাকে সমর্থন ও এর বৈধতা স্বীকার করেছেন। এই তত্ত্বটি ইসলামের রূহানী জিন্দেগীর ইতিহাসে গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।"[১]

تےیمش یک الله
اپنـــے جو ہے الله صـرف وہ کـہ تھـا ہی مطلـب کـا حلاج ںیم الفـــاظ دوسـرے
اپنـــے جو ہے ہی خدا صـرف وہ اور ہے کرتـــا نافـــذ تےیمش یاپـن پـر بنــدوں
،ہو یہودی یآدم فـــلاں کـہ ہے کرتـــا صـلہیف ںیم بـارے کـــے بنــدوں
ہو دایپ ںیم گھـر کـــے مسـلمان فـــلاں اور کـرے اریاخت مذہب یفلاننصـــــران
ںیم بـارے کـــے ںید سے یکـس نـہ ، چـاہئے ہونـا معـترض پـر یکـس نـہ لہـذا
ںید جس شـخص جو اور ںیہ کـــے خدا سـب ںید کـہ چـاہئے یکـرن مناظرت
یہوت شـامل تےیمش اور یمرض یک خدا یبـھ ںیم اس ہے کرتـــا اریاخت کـو
یجوہر اور یاصـل ہی ہے آتـا نظـر ںیم انیاد مختلـــف اختـــلاف جو ہی اور ہے
بـات یسـچ ورنـہ ہے اختـــلاف کـا مظہر اور اسـم صـرف ہی ہے ںینـہ اختـــلاف
کـــے قـتیحق ـںیہ متعـدد سے اعتبـــار کـــے نـام انیاد تمـام کـہ ہے ہی
متغـــائر ہی ۔ ںیہ جدا جدا اسـم ،ہے کـیا یمسم ،ںیہ کـیا سے اعتبـــار
سلســـلہ کـــے ہیمحمد قـتیحق طرح جس ۔ ںیہ ہے قـتیحق یہ کـیا مظاہر
طرح یاس ایک قبـــول نـے لوگـــوں دوسـرے کـو بعـد ہینظـر کـا حلاج ںیم
و دیتـائ یک ہینظـر کـــے حلاج منصـــور یبـھ ںیم معاملـہ کـــے ن ایاد وحدت
بـــن عمر اور ،یعرب ابـــن نیالـد یمح مثلاً اکـــابر دوسـرے کـــے بعـــد دیتقـــل
بہـــت دوسـرے اور یلیالـج میعبـــدالکر اور یروم نیالـد جلال اور الفـــارض
نـــے شـعراء ۔ یک ے علمـا اور ایصـوف روزگـار سـرآمده اور آورده بـر سـر سـے
کـو ہینظـر اس ںیم فـاتیتصـــن یاپـن نـے نیمصـــنف اور ،ںیم اشـعار اپنـــے
ہینظـر اسیـک دیتـائ اور قیتـوث یک اس کـــے کـر میتسـل اسـے اور سـراہا
اسـلام نـے یک اتیح ہیروح یک ختیار پـر گہـرا اور دیر پـا ر□ـر ڈالا۔

হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়র (র.):

'আসরারে তাওহিদে ফি মাক্বামাতিশ শায়খ আবু সাঈদ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

> হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়র (র.) বলেন– "প্রত্যেক আসমানী ধর্মসমূহ স্বীকার করে যে, মাবুদ-উপাস্য এক, যার কোন শরীক নেই। তিনি ওয়াজেবুল অজুদ, সর্বোত্তম লক্ষ্যস্থল। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও প্রত্যেক দিক থেকেই তিনি মূলত একক। দ্বৈততা এবং বহুত্বতা আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষেত্রে অসম্ভব। আল্লাহ্র মারেফাত তথা পরিচয় জ্ঞান অর্জনের যাত্রী অনেকেই রয়েছে এবং তাদের পথ ও পদ্ধতিও বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু যখন তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে তখন তাদের মধ্যকার মতানৈক্য এবং পার্থক্যগুলো সংকীর্ণ হবে এবং হ্রাস পাবে। কেননা তাদের সকলেরই লক্ষ্য এক। বহুত্ববাদ শেষ পর্যন্ত একত্ববাদের দিকেই নিয়ে যায়। অভিন্ন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য আল্লাহ্ জাল্লা ওয়া 'আলার পরিচিতি অর্জনের নিকটেই তাদের পৌঁছিয়ে দেয়। মানবিয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ফলেই মানুষের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। মুসাফিরের ক্ষেত্রে ভ্রমণের সময় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অবশেষে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যেই গিয়ে মিলিত হয়। যে লক্ষ্য তারা খুঁজে বেড়ায় এবং প্রত্যাশা করে। তখন দৃষ্টিগত পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পার্থক্যের বিকল্প হিসেবে একত্ব প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সকলের লক্ষ্যস্থল এক এবং একই লক্ষ্যের দিকে সকলেই"।[১]

المعبــود أن تعــترف الســماوية الأديــان كل :ســعيد ابــو يقــول
فهــو .الوجـود الواجـب الأعلــى الهدف وهو ،لـه شــريك لا واحد إلـه
فالثنائيـــــــة .النظــر وجهات مختلــف ومن الوجـوه جميــع من الأحـد
المســــافرون كـان فمهمـا تعـــالى الله مســــتحيلة والتعدديــــة
ســــبحان الله معرفـة إلـى للوصـــول عديـدة وطـرائقهم ،كثـــــيرين
؛ فــإن الفـــروق والاختلافـــات

আলী বিন ওয়াফাঃ

আলী বিন ওয়াফা বলেন, প্রত্যেক সন্ধানী ব্যক্তি মূলতঃ মহাসত্য আল্লাহ্‌কেই অনুসন্ধান করেন। সন্ধানী ব্যক্তি যদি সত্যের নাগাল পায় তবে সে সরাসরিভাবে মহাসত্য আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। আর যদি সন্ধানী ভ্রমাচ্ছন্ন হয় তবে সে (সত্য এবং ভ্রমের মাঝে অবস্থিত) পর্দার ইবাদত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ইবাদতকারীই আল্লাহ্ ভিন্ন কারো ইবাদত করেন না।[১] [সূত্র: আত তবকাতুল কুবরা লিশ শে'রানী]

হযরত ওয়ারেস আলী শাহ্‌:

ভারতের সুপরিচিত হযরত ওয়ারেস আলী শাহ্ এর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। যেমন, ঠাকুর পঞ্চম সিং, রাজা উদয় নারায়ণ সিং, বাবু মতি নিসার, ঠাকুর গ্রুর মহান সিং, জমিদার ডি.টি মইনপুরীসহ আরও অনেকেই ছিলেন। একইভাবে হযরত ফরিদুদ্দীন গেহ্‌রবী (রহ.)'র মুরিদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

لأن ؛ نهائياً تتلاشـــى حـتى وتتضـــاءل ستضــــيق بينهـــم
إلــى بالضـــرورة تـؤول فالتعدديـــــة واحدا جميعاً لهم الهدف
المنشـــود المشـــترك الهدف معرفـة إلـى وصـولهم لـدى ،الوحـدة
الإنســـانية صـــفاتهم عن ناتجـة بينهـــم الخلافـــات إن وعلا جلا
كـل علــى تغـــيرات تحصـــل الرحلــة وخلال ،المتمـــايزة
إلــى يصـــلون حالمـا ولكــن .حال من حـالهم وتبـــدل المســـافرين
لا منهم كل ويرغبـــه عنـه يبحـــث الـذي ،المشـــترك الهدف
بديلاً الوحـدة وتصـــبح ،تـزول أن الر□يــة فــي الفـــروق تلبـــث
الكــل هو والواحـد واحد والكــل ،للاختـــلاف

تــارة لكــن ،الحـق إلا طالـب كل يطلـــب لـم :وفـا ابــن علـي ويقـــول
وهماً؛ بــه يطفـــر وتــارة ،مكاشـــفة عن فيعبـــــده حقاً؛ بــه يظفـــر
الله إلا الحقيقـــة فـــي عابـد عبـد فمـا ،حجاب علــى فيعبـــــده

শেখ সাদী (রহ.):

মানুষ এক আদমের সন্তান, বর্ধিষ্ণু বংশধর। আদমের বংশধারায় রূপান্তর ঘটেছে মহান রাব্বুল আলামিনের সদয় ইচ্ছায়। মানবধারার রূপান্তরে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এসেছে, ভিন্নতা এসেছে জীবনাচারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাই সূত্রগতভাবে নানা ধর্ম-বর্ণ-ভাষার মানুষের প্রতি আল কুরআনের ঘোষণা– 'যিনি তোমাদেরকে একব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন' [সূরা আন নিসা: ১]। তাই সৃষ্টিগত একক কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত হবার উপায় নেই। এ কারণে মহাকবি হযরত মোসলেহ উদ্দিন শেখ সাদী (রহ.) গুলিস্তাঁ কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

"বনি আদম আযা-ই-য়ক দিগরবন্দ
কে দর আফ্রনশ বে-য়-ক্ জওহরন্দ

অর্থাৎ, আদম সন্তানেরা একটি দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো। কেননা তাদের সৃষ্টির মূল উৎস একটাই। একটি অঙ্গে যখন যন্ত্রণা হয়, অন্য অঙ্গগুলোর তখন স্বস্তি থাকে না। অন্যদের ব্যথায় যদি নির্বিকার থাক, তা হলে তুমি মানুষ নামে আখ্যায়িত হবার যোগ্য নও।"

মানব ঐক্য এবং সংহতি বিষয়ে আল্লামা শেখ সাদী (রহ.)'র উপর্যুক্ত কালাম তাওহিদে আদ্ইয়ানের সমর্থক হিসেবে বিবেচিত। কারণ এতে মানব ঐক্য এবং মানবতা সমসুরে ঝংকৃত হয়েছে– যা ইসলাম ধর্ম ও আল্ কুরআনের মর্মার্থ হিসেবে স্বীকৃত।

ফার্সি কবি মালিকুশ শো-আরা বাহার:

পৃথিবীবাসী মানুষের মধ্যে বিভাজন, বিভক্তি, অনৈক্য, হিংসা, বিদ্বেষ, রক্তারক্তিতে আধুনিক অনেক কবি বিমর্ষ-বেদনার্ত হয়েছেন। ফার্সি কবি মালিকুশ শো-আরা বাহার তাঁদের একজন। মুসলমানদের অনৈক্য, পারস্পরিক কলহ, বিরোধ, রক্তপাত, জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্যকরণের মতো ঘটনায় তিনি দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছেন। ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর সৃষ্টি হওয়া কোন্দল, মতবাদিক পার্থক্য মযহাবী দ্বন্দ্বে রূপ নিয়ে ফেরকা-ফিৎনার এতো বিস্তৃতি ঘটায় যে, তাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারই শুধু পরিলক্ষিত হচ্ছে। আলোর পথে অগ্রসর হবার লক্ষ্যে তিনি উম্মাহ্কে আহ্বান জানিয়েছেন– কাব্যিক ভাষায়। তিনি লিখেছেন, "ঐশ্বর্য, রাজত্ব, মর্যাদা ও ধর্ম"। এ চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে আমাদের সবকিছু গঠিত। ধনভাণ্ডার ও শাসন ক্ষমতা আমাদের

মাঝে ধর্মীয় মতভেদ সৃষ্টি করেছে। ইসলামে মতবাদের পার্থক্য রাজনীতির ন্যায় আমাদের দিবসকে অন্ধকার করে দিয়েছে। আমাদের সম্মান দু'টি বিষয়ের সাথে মিশে আছে, প্রথমে ঐক্য, অতঃপর মতাদর্শ। কেননা এ দু'টি বীরত্বের প্রথম সোপান। ঐক্য ও সাম্যের বাণী এতেই নিহিত।"

উপর্যুক্ত কাব্যিক আবেদনের আলোকে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হলো– মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর উপর ঈমান সুদৃঢ় রাখা। বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে মানবগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে ঐক্য ও সহমর্মিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্ণিত তাওহিদে আদ্ইয়ানের ভাবার্থ 'সকল মানুষ এবং মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে সদ্ভাব' এ বিশ্বাসের মৌলিক সূত্র হিসেবে উপর্যুক্ত দুই বিশ্বমাপের কবির কাব্যিকতায় উপস্থাপিত হয়েছে।

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান নীতিমালার অনুসারী কতিপয় সুফি দার্শনিকের নাম :

তাওহিদে আদ্ইয়ান প্রসঙ্গে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি:

"কুরআনী ইস্তিলাহ্ 'কালিমায়ে সেওয়াহ্' কী হাকিকী তত্ত্ববিক" প্রবন্ধে শাহ্ আবদুল লতিফ বিশ্ববিদ্যালয় (পাকিস্তান)–এর ইন্স্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ এর ডিরেক্টর ড. সাজ্জাদ আলী রঈসী উল্লেখ করেন–

> "ওয়াহ্দাতুল আদ্ইয়ান হলো– উলুমুল কুরআনের মর্মার্থগত পরিভাষা। কারণ, কুরআন আহলে কিতাবদেরকে এক বিন্দুর (তাওহিদে বিশ্বাস) উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। একতা ও ঐক্যের প্রেক্ষাপটে এই পরিভাষাটি নামকরণ করা হয়েছে"।[1]
>
> "ওয়াহ্দাতুল আদ্ইয়ান–এর সাধারণ অর্থ হলো, আহলে কিতাব এবং মুসলিম উম্মাহ্ তাওহিদের বিশ্বাসে একমত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় আহলে কিতাবকে এ দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। "(হে রাসূল) বলুন, হে আহলে কিতাব, আস সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। আর তা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করবো না, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত একে অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবো না যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, 'তোমরা সাক্ষী থাক অবশ্যই আমরা মুসলিম'।" [সূরা আলে ইমরান: ৬৪]
>
> আহলে কিতাব বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে গভীর আলোচনা এবং অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তবে এ ব্যাপারে সকল মুফাস্সির ও পণ্ডিত একমত যে, ইসলামের পাশাপাশি ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের আহ্বান অনুসারে এই তিনটি ধর্মের অনুসারীরা যদি তাঁদের অভিন্নতা (ইলহামী শিক্ষায়) বিশেষ করে তাওহিদের উপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একমত হয়ে যায়, তবে বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির পথ প্রশস্ত হবে[2]।"

قـرآن كــہ چوں ہے اصــطلاح ىک القــرآن علـوم انى الاد وحدت
اہل نــے

ہـونے متحـد پـر (دیتـوح دہیعق) نقطـــے کـیا کـو کتـــاب
اس ںیم تنـــاظر کـــے اتحـــاد اور وحدت اس ہـــے ید دعوت یک
ہـے ایگ ایک معنـون کـو اصـطلاح
کـو مسـلمہ امت اور کتـــاب اہل مراد یعموم سـے انی الاد وحدت
یتعـــال اللہ ہـے ہونـا مجتمـع اور متفـــق ںیم دیتـوح دہیعق
. ہـے ید دعوت طرف اس ںیم الفـــاظ واضـح کـو کتـــاب اہل نـــے
نُشْرِكَ وَلَا اللّٰهَ اِلَّا نَعْبُدَ اَلَّا وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا سَوَآءٍ كَلِمَةٍ اِلٰى تَعَالَوْا الْكِتٰبِ يٰۤاَهْلَ قُلْ
اشْهَدُوْا فَقُوْلُوا تَوَلَّوْا فَاِنْ اللّٰهِ دُوْنِ مِّنْ اَرْبَابًا بَعْضًا بَعْضُنَا يَتَّخِذَ وَّلَا شَيْئًا بِهٖ
طرف یک بـات یسیا آ ! کتـــاب اہل اے : ےیکـہ . مُسْلِمُوْنَ بِاَنَّا
سـوائے کـہ ہے مشـــترک انیدرم تمہـارے اور ہمارے جو
یکـس اور ںیکـر نـہ عبـادت یک یکـس کـے گانـــہی خـدائے
بعـض سـے ںیم ہم اور ںید نـہ قـرار کـیشـر کـا اُس کـو زیچ
قبـــول پـر طور کـے خدا کـو دوسـروں بعـض کـر چھوڑ کـو خدا
ںیکـر یروگـردان سـے (سـے دعوت اس وہ) جب . ںیکـر نـہ
. ںیہ مسـلمان تـو ہم کـہ رہو گـواہ : ےیکـہ تـو
اور بحـث قیعم پـر اس ںیہ مراد کـون سـے کتـــاب اہل
ںیمفســـر تمـام تـک حد اس کـںیل ہے ضـرورت یک تفحـــص
ســاتھ ســـاتھ کـــے اسـلام کـہ ںیہ متفـــق کـلام علماء اور
یقـرآن . ںیہ سـے ںیم کتـــاب اہل یبـھ تیسائیع و تیہودی
اپنـــے والـــے مـــاننے کـــے مذاہب نـوںیت ہی مطـابق کـــے دعوت
دیتـوح دہیعق بالخصـــوص (ماتیتعـل یالہـام) مشـــترکات
ےیل کـــے یآشـت و امن ںیم ایدن تـو جـائے ہو متفـــق پـر
ـںیہ یســکت ہو ہموار ںیراہ

বর্তমান সময়ে তাওহিদে আদ্‌ইয়ানের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

একটা সময় ছিল, যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। তখনকার মানুষ পৃথিবী সম্পর্কে এতো বেশি কিছু জানত না। সাধারণ মানুষ নিজের এলাকার চারপাশের সমাজ-সংস্কৃতি ভিন্ন সমগ্র পৃথিবীর বিচিত্র সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার অভ্যাস, জীবনধারা সম্পর্কে পরিচিত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সভ্যতার উৎকর্ষতার এই যুগে আমরা সবাই গ্লোবাল ভিলেজে তথা বিশ্বগ্রামে বসবাস করছি। অর্থাৎ একগ্রামে বসবাস করার মতো বাস করছি। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীকে একটি গ্রামের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। একটি গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ যেমন একে অপরের সাথে সম্পর্কিত (Connected) থাকে ঠিক একইভাবে সারা বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষ কোন না কোনভাবে সবার সাথে সংযুক্ত। পৃথিবীর কোন প্রান্তে কখন কি ঘটছে তা আমরা মুহূর্তেই জেনে যাচ্ছি। আবার ঘটনাগুলো জানার পর মানুষের মাঝে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের জীবনধারা, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস ইত্যাদি ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। নানান ধর্ম-বর্ণ-মত-পথের মানুষের দেখা মিলছে। প্রযুক্তির অবারিত গতির সাথে তাল মিলিয়ে সমাজ সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতি-নীতিরও রূপান্তর ঘটছে দ্রুত। এ ধরনের নানা প্রকৃতির সমন্বয়ে গঠিত বহুত্ববাদী একটি সমাজে আমাদের বসবাস। বহুত্ববাদী সমাজে বসবাস করতে হলে নিজের মতাদর্শের প্রতি যেভাবে নিষ্ঠাবান থাকতে হয় ঠিক অনুরূপভাবে ভিন্ন মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধও রাখতে হয়। নিজ বুঝ-ব্যবস্থাকে চরম সত্য মনে করে অন্যের আচরিত সত্যের সঙ্গে দ্বন্ধে লিপ্ত হয়ে কিংবা বির্তক করে বহুত্ববাদী সমাজে টিকে থাকা অসম্ভব। কেননা প্রযুক্তির এই অবারিত গতির ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর কোন প্রান্তে সংখ্যালঘু (Minority) জনগোষ্ঠীর উপর যদি অন্যায়, উগ্র আচরণ কিংবা বিশ্বাসজনিত বিষয়ে আঘাত করা হয়,

তবে অন্য প্রান্তে যেখানে তারা সংখ্যাগুরু (Majority) সেখানে অপর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। যেমন, কোন খ্রিস্টান সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রে যদি কোন মুসলমানের উপর উগ্রতা প্রদর্শন করা হয়, তবে মুসলিম সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রে খ্রিস্টানদের উপর এর একটা বিরূপ প্রভাব পড়বে। একইভাবে কোন মুসলিম সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর উপর উগ্রতা প্রদর্শন করা হলে, তবে হিন্দু সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রে মুসলমানদের উপর এর একটা বিরূপ প্রভাব পড়বে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জি এর বাস্তব দৃষ্টান্ত। এতে আন্তঃমতাদর্শের মাঝে সংঘাত-সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট হয়। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে সারা পৃথিবী ব্যাপী যতগুলো সংঘাতপূর্ণ বিষয় জিইয়ে আছে সবগুলোর নেপথ্যে মতাদর্শিক দ্বন্দ্বের বীজ নিহিত। গ্রামের মসজিদ-মন্দির কমিটির ঝগড়া হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন-কাশ্মীর ইস্যু পর্যন্ত, এমনকি চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝেও মতাদর্শিক দ্বন্দ বিদ্যমান। আর এসব দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটবে তখন, যখন তাওহিদে আদ্ইয়ান ভিত্তিক চিন্তাধারা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কেননা তাওহিদে আদ্ইয়ান তত্ত্বের মর্মবাণী হলো আন্তঃধর্ম বা মতাদর্শের মধ্যে যে বিষয়গুলো মিল রয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা। তাই বর্তমান মতাদর্শ কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বে উত্তেজিত এই বিশ্বে শান্তির ফোয়ারা আনয়নে তাওহিদে আদ্ইয়ান শ্রেষ্ঠতম একটি ফর্মূলা। কেননা এই ফর্মূলা স্বয়ং স্রষ্টা প্রদত্ত। এই ফর্মূলার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ইয়াসরিবকে শান্তির নগরী মদিনায় রূপান্তরিত করেছেন। এই ফর্মূলার ব্যবহারে মুসলমানদের ফত্হুম মুবীন এসেছে এবং সুফিয়ায়ে কেরাম যেখানেই গমন করেছেন সেখানেই প্রশান্তির সমীরণ বইয়ে দিয়েছেন। এদিকে আবার অতিমাত্রায় বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনা এবং ধর্মান্ধ কতিপয় ব্যক্তির উগ্রবাদী এবং সহিংস আচরণকে ধর্ম মনে করে নতুন প্রজন্ম ভিন্ন পথে ধাবিত হচ্ছে এবং দিন দিন নাস্তিক্যবাদের প্রসার ঘটছে। যা প্রত্যেক ধর্মাচারীদের জন্য বর্তমানে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্রষ্টা বিশ্বাসী প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের সমন্বিত একটি প্ল্যাটফর্ম সময়েরই একটি মৌলিক চাহিদা (Demand of Time)।

উপরন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রজ্ঞাবাণী হলো– "তোমরা সদুপদেশ এবং হেকমত অবলম্বনের মাধ্যমে প্রভুর পথে আহ্বান কর"। এই বাণীর অনুবর্তী হয়ে

সুফিয়ায়ে কেরাম সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে যখন যেরূপ হেকমত অবলম্বন করা দরকার ছিল তখন সেরূপ হেকমত অবলম্বন করে মহান আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে নানা মতাদর্শের জঞ্জাল, উগ্রধর্মাচারী এবং বস্তুবাদের চরম বিকাশের এই যুগে ইসলামের প্রকৃত ধারা মানুষের মননে পৌঁছিয়ে দেওয়ার হেকমতপূর্ণ মাধ্যম হলো 'তাওহিদে আদ্‌ইয়ান'।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার মর্ম উপলব্ধি করে সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রাচ্য বহুমুখী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা চোখে পড়ার মতো। যেমন–

ধর্মীয় স্বাধীনতা: নিকট অতীতেও কর্মক্ষেত্র কিংবা আরও বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী যারা মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করতো তারা তাদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে আচার-অনুষ্ঠান পালন করার পরিবেশ ছিল না। কিন্তু বহুত্ববাদী সমাজের বাস্তবতা হলো, কোন দেশে যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীনতা না পায় তবে এর বিরূপ প্রভাব অন্য দেশের উপরেও পড়বে। আর পবিত্র কুরআনের নীতিমালাও হলো– প্রত্যেকে আপন আপন ধর্ম পালনে স্বাধীন। এসব বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় আচার এবং অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা প্রদান এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সংলাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন: বিভিন্ন ধর্মের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্যে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সংলাপ অত্যন্ত জরুরী এবং কার্যকরী। কেননা ধর্মীয় ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা অধিক প্রভাবিত। ধর্মীয় নেতারা যদি একত্রিত হয়ে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সংলাপ করেন তবে ধর্মাচারী সাধারণ ব্যক্তিদের মাঝেও তা প্রভাব বিস্তার করবে এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মাঝে প্রতিহিংসামূলক যে দূরত্ব রয়েছে তার প্রশমন ঘটবে। ফলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার সংঘাতপূর্ণ অবস্থা দূরীভূত হবে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে বর্তমানে পৃথিবী বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেউল আযহার' হতে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সংলাপ (Inter faith religious dialogue program) অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে।

অন্তঃধর্মীয় পরিমণ্ডলে তাওহিদে আদ্‌ইয়ান নীতির প্রয়োগ

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে তাওহিদে আদ্‌ইয়ান কীভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তা পূর্বোক্ত আলোচনায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তাওহিদে আদ্‌ইয়ানের নীতির আলোকে অন্তঃধর্মীয় পরিমণ্ডল তথা মুসলিম উম্মাহ্‌র অভ্যন্তরে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ও নানা দল-উপদলের মাঝে কীভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা যায় সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ইসলাম ধর্ম তথা মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরে নানা দল-উপদল রয়েছে। এই দল-উপদলগুলোর মাঝে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাসজনিত কতিপয় বিষয়ে মতভিন্নতা ও মতানৈক্য বিদ্যমান। উম্মতে মুহাম্মদির অভ্যন্তরে মতানৈক্য এবং তা বর্তমান সময়ে ব্যাপক ফিতনায় পর্যবসিত হয়ে নানা দল-উপদলের বিরোধ বিসংবাদের সৃষ্টি করে চলেছে। সুতরাং চলমান সময়ে ধর্মের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মতানৈক্যের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বরং মতানৈক্যের বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে সকল দল-উপদলের অভিন্ন বিশ্বাসের সূত্র ধরে পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষা করা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করাই ইসলামী সমাজ ধারার মূলনীতি। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে তাওহিদ এবং রাসুলুল্লাহ্‌ (দ.)-এর রেসালতের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। ধর্মের অভ্যন্তরীণ প্রত্যেকটি দল এবং উপদলের মৌলিক বিশ্বাস অকৃত্রিম ও অভিন্ন, যা পারস্পরিক মতভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সকল দল-উপদলের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মৌলিক সূত্র হিসেবে বিবেচনায় নিতে কারও কোন ভিন্নমত নেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ পাক বলেন–

> *'অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও' – (সূরা নিসা : ৫৯)।*[১]

উপর্যুক্ত আয়াতে কারিমার আলোকে তাওহিদ এবং রেসালাতকে মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে অন্যান্য মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের এখতিয়ারে রেখে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করাই হলো অন্তঃধর্মীয় পরিমণ্ডলে তাওহিদে আদইয়ান নীতির বাস্তবিক প্রয়োগ।

ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ فَرُدُّوۡہُ اِلَی اللّٰہِ وَ الرَّسُوۡلِ

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

অনেকেই বিবেচনার সীমাবদ্ধতা, দৃষ্টিভঙ্গিজনিত ত্রুটি কিংবা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থেকে– তাওহিদে আদ্ইয়ান Concept–কে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত 'দ্বীনে ইলাহি' এর সাথে মিলিয়ে ফেলেন। অথচ এ দুয়ের মাঝে যোজন যোজন দূরত্বেও কোন মিল বা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই তাদের বিভ্রান্তি নিরসন কল্পে এ দুয়ের পার্থক্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক. সম্রাট আকবর তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল ধর্মের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধর্ম প্রবর্তন করে। এই ধর্মের কালেমা, ইবাদত, সম্ভাষণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন। কিন্তু 'তাওহিদে আদ্ইয়ান' এটি কোন ধর্ম নয়। 'তাওহিদে আদ্ইয়ান' তত্ত্বটি শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্ম-মত-গোত্র-সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মদিনা সনদের আদলে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি ফর্মূলা মাত্র।

খ. দ্বীনে ইলাহি পবিত্র কুরআনের কোন নীতির আলোকে প্রণীত হয়নি। পক্ষান্তরে তাওহিদে আদইয়ানের মূল ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর জীবনাদর্শ, সাহাবায়ে কেরাম এবং সুফিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা। যা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

গ. দ্বীনে ইলাহি ধর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রথমে তার নিজের ধর্ম বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু তাওহিদে আদইয়ানের ক্ষেত্রে আপন ধর্ম-বিশ্বাস বিসর্জন দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বরং প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম পালন করবে। আর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার বিশ্বাসগত অভিন্ন বিষয়গুলোকে সূত্র ধরে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব নির্মাণে সংঘবদ্ধ ভূমিকা পালন করবে।

ঘ. দ্বীনে ইলাহির অনুসারীদের নতুন কালেমা নির্ধারণ করা হয়েছিল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আকবর খলিফাতুল্লাহ্"। আর "তাওহিদে আদ্‌ইয়ান" যেহেতু কোন ধর্মই নয়, সুতরাং এক্ষেত্রে নতুন কালেমার প্রশ্নই অযৌক্তিক। অতএব এক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য তাঁদের কালেমাই আছে এবং থাকবে– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)"।

ঙ. দ্বীনে ইলাহিতে সালামের (সম্ভাষণ) পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। সেখানে সালামের পরিবর্তে বলা হতো– আল্লাহু আকবর– উত্তরে বলা হতো– জাল্লা-জালালুহু। অপরদিকে তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তত্ত্বের ভাষ্য হলো– প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্মের রীতি অনুসারে সম্ভাষণ করবে। সেই হিসেবে মুসলমানদের সম্ভাষণ পদ্ধতি হলো– 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' – উত্তরে 'ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'।

চ. দ্বীনে ইলাহিতে নতুন ইবাদত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু তাওহিদে আদ্‌ইয়ানের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন বিষয় নেই। প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম অনুসারেই ইবাদত করবে– এটাই তাওহিদে আদ্‌ইয়ানের ভাষ্য। এই আলোকে মুসলমানরা আপন ধর্মের নিয়ম-নীতি অনুসারে ইবাদত বন্দেগি করবে।

সুতরাং আশা করি যারা নিজেদের ধারণাগত সীমাবদ্ধতার কারণে কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরাম এবং সুফিয়ায়ে কেরামের জীবনা-দর্শনে অবলম্বিত বিষয় তাওহিদে আদ্‌ইয়ানকে সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহির সাথে মিলিয়ে ফেলেন, তারা উপর্যুক্ত পার্থক্যগুলো অনুধাবনে সচেষ্ট হবেন।

Tawhid-e-Adyan

szhtrust@gmail.com
facebook.com/szhtrust
www.sufimaizbhandari.org.bd

ISBN : 978-984-8083-31-4